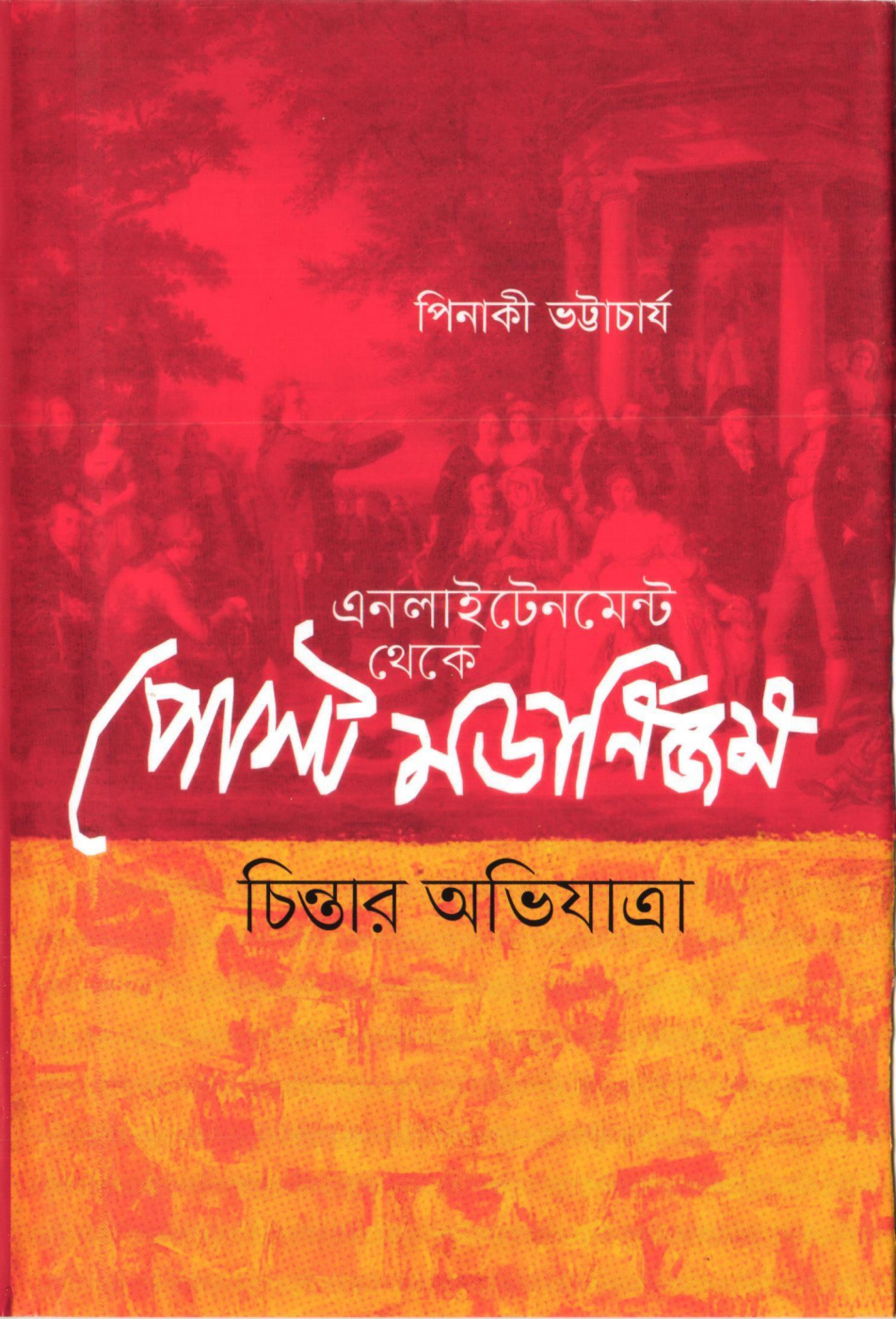

পিনাকী ভট্টাচার্য
এনলাইটেনমেন্ট
থেকে
পোস্ট মডার্নিজম
চিন্তার অভিযাত্রা

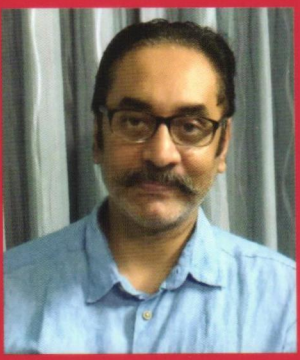

## পিনাকী ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে তাঁর পরিচয় মূলত ব্লগার এবং অনলাইন এক্টিভিস্ট হিসেবে। ফেসবুকে আলোচিত ও সমালোচিত। নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রাজপথ থেকে যে কজন নতুন প্রজন্মের লেখক ও চিন্তক উঠে এসেছেন পিনাকী ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখার বিষয় বিচিত্র—দর্শন, রাজনীতি, ফিকশন।
প্রথম বই দর্শনের এক ক্লাসিক—দেকার্তের *ডিসকোর্স অন মেথড*-এর অনুবাদ।
চিকিৎসক হিসেবে গ্রাজুয়েট এবং এখন স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যবসার সাথে যুক্ত।
প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৭।
বাতিঘর থেকে প্রকাশিত তাঁর *সোনার বাঙলার রূপালী কথা*, *ভারতীয় দর্শনের মজার পাঠ*, *মন ভ্রমরের কাজল পাখায়* পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে।

আধুনিকতা বা মডার্নিজমের মতো উত্তর-আধুনিকতাও একটি দৃষ্টিভঙ্গি। আধুনিকতার ধারণার অভিঘাতেই তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্ম নিয়েছে উত্তর-আধুনিকতা বা পোস্ট মডার্নিজম। উত্তর-আধুনিকতাকে বোঝার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই আধুনিকতাকে বুঝতে হবে। কেননা, এর মধ্য থেকেই উত্তর-আধুনিকতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। আধুনিকতার জন্ম আবার পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজমের মনোগাঠনিক চিন্তা হিসেবে। এই আধুনিকতাকে বোঝা ছাড়া বিংশ শতাব্দীর জটিল চিন্তা-কাঠামো বোঝা রীতিমতো অসম্ভব। পোস্ট মডার্নিস্ট চিন্তা ঠিক কীভাবে আধুনিকতার ক্রিটিক করে সেটা জানাও জরুরি।

*এনলাইটেনমেন্ট থেকে পোস্ট মডার্নিজম : চিন্তার অভিযাত্রা* বইতে খুব সহজ করে আধুনিকতা আর উত্তর-আধুনিকতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এনলাইটেনমেন্ট থেকে পোস্ট মডার্নিজম
চিন্তার অভিযাত্রা

https://nagorikpathagar.org

এনলাইটেনমেন্ট
থেকে

# পোস্ট মডার্নিজম

## চিন্তার অভিযাত্রা

পিনাকী ভট্টাচার্য

ঢাকা : বাংলা মোটর | শাহবাগ | বাংলাবাজার
চট্টগ্রাম | রাজশাহী | সিলেট

https://nagorikpathagar.org

এনলাইটেনমেন্ট থেকে পোস্ট মডার্নিজম : চিন্তার অভিযাত্রা
প্রকাশক : বাতিঘর
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা
চতুর্থ মুদ্রণ : পৌষ ১৪৩০, ডিসেম্বর ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪২৬, এপ্রিল ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৯, পিনাকী ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ : সাইলেনটেক্সট
ছবি ও অন্যান্য স্কেচ : ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত
মুদ্রণ : আর জে জেড প্রিন্টার্স, ২৫৭ গরম পানির গলি, ফকিরের পুল, ঢাকা
মূল্য : ২৫০ টাকা

Enlightenment theke Postmodernism : Cintar Abhijatra
by Pinaki Bhattacharya
Published by Baatighar
Bishwo Shahitto Kendro Bhaban
17 Mymensingh Road, Bangla Motor, Dhaka, Bangladesh
Email : baatighar.pub@gmail.com
First published : April 2019
Third print : December 2023

Price : BDT 250.00 USD : 16.00
ISBN : 978-984-8034-21-7

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রগতিশীল কবি আল মাহমুদকে

https://nagorikpathagar.org

বাতিঘর বিক্রয়কেন্দ্র

বাতিঘর ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা
বাতিঘর চট্টগ্রাম : প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম
বাতিঘর রাজশাহী : ৮৬ খানসামার চক, বোয়ালিয়া থানার পেছনে, রাজশাহী
বাতিঘর সিলেট : গোল্ডেন সিটি কমপ্লেক্স, ৬৮২ পূর্ব জিন্দাবাজার, সিলেট
বাতিঘর শাহবাগ : ৪৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
বাতিঘর বাংলাবাজার : মান্নান মার্কেট, ৩৮/২/খ পি কে রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

বাতিঘরের বই ও দেশি-বিদেশি যেকোনো বই
অর্ডার করুন অনলাইনে অথবা ফোনে
www.baatighar.com
+৮৮ ০১৭৩৭ ৩১৭ ৮৪১

https://nagorikpathagar.org

# ভূমিকা

দর্শন বা চিন্তার আলোচনায় কেউ আগ্রহী হয় না কেন এটা আমার অনেক দিনেরই জিজ্ঞাস্য ছিল। আমার যেটা ধারণা তা হচ্ছে, চিন্তার ইতিহাসের যে ব্যাপ্তি সেটা নিয়ে কম্প্রিহেনসিভভাবে বলতে বা লিখতে পারার মানুষ খুব কম আছে। দর্শনের আলোচনা এমন জটিল আর দুর্বোধ্যভাবে বিজ্ঞজনেরা করে থাকেন যে, সেটায় আগ্রহ ধরে রাখা কারো জন্যই সম্ভব নয়। বাংলাদেশে প্রকাশিত কিছু দর্শনের বই আমি পড়ে দেখার চেষ্টা করেছি। আক্ষরিক অর্থেই বুঝতে পারিনি লেখক কী বলতে চাচ্ছেন। অথচ এই চিন্তার ইতিহাস অত্যন্ত আনন্দদায়ক পাঠ হতে পারে যদি সেভাবে লেখা যায়। আমার কিছু বইয়ে পিতা-পুত্রের বৈঠকি আলাপের ঢঙে বেশ জটিল বিষয় নিয়েও বই লিখেছি। যেমন: ভারতীয় দর্শনের মজার পাঠ। পাঠক বইটা আগ্রহ নিয়েই পড়েছে।

এই বইটা সেই লক্ষ্য নিয়েই লেখা। আমাদের আধুনিকতার কালপর্বটা নিয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকাটা রাজনৈতিক কারণেই খুব জরুরি। নইলে আমরা ভুল করে শত্রুদের কাতারে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের বিরুদ্ধে কৃপাণ তুলে ফেলতে পারি। এই ভুল বাংলাদেশের রাজনীতিতে বারবারই হয়েছে।

চিন্তার ইতিহাস নিয়ে যারা গভীরভাবে জানতে চান, এই বইটা তাদের জন্য নয়। এই বইটা গভীর একাডেমিক

https://nagorikpathagar.org

ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়তে গেলে হতাশ হতে পারেন। তবে চিন্তার ইতিহাস জানার জন্য আগ্রহ আছে; বিষয়টা নিয়ে আরো পড়তে বা জানতে চান তাদের জন্য বইটির পাঠ উপভোগ্য হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বইটা আমার এমন এক ব্যক্তিগত সময়ে লেখা হয়েছে যখন আমি আত্মগোপনে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি। মুক্ত পরিবেশে, নিজের পরিচিত পরিমণ্ডলে বসে লেখা আর এমন একটা অনিশ্চিত উত্তেজনাকর সময়ে বসে লেখা দুটোই ভিন্ন অভিজ্ঞতা।

আপনার আনন্দময় পাঠ কামনা করছি।

পিনাকী ভট্টাচার্য
জানুয়ারি ২০১৯, ঢাকা

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

## প্লে-স্টেশনের ভয়াবহ সেই খেলাগুলো

একবার আমি দেশের বাইরে যাচ্ছি। আমার পুত্র তখন চার-পাঁচ বছর বয়সের। লাগেজপত্র গোছাচ্ছি। এমন সময় পুত্র এসে বললো—বাবা, মা বলেছে আমার জন্য একটা টয়-ট্রেন আনতে। আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, মা বলেছে নাকি তুমি বলছো? আমার চোখ পাকানো দেখে পুত্র একটু ভড়কে যায়; বুঝতে পারে মায়ের দোহাই কাজে লাগেনি। তার এই চালাকি বাবার কাছে ধরা পড়ে গেছে। আবার একটু পরে সে এসে বললো—বাবা, আমার গাল টিপে দাও আর একটা টয়-ট্রেন এনো। এবার পুত্র ব্যবসায়িক কৌশলে আমার সাথে আলাপ করছে। তার গাল টিপে দেয়ার বিনিময়ে টয়-ট্রেনের দাবি করাটা এখন তার কাছে একটা বাণিজ্যিক সমঝোতার শর্ত।

এরপরে টয়-ট্রেন থেকে প্লে-স্টেশন। প্রথমে এলো পিএস-থ্রি। এই পিএস-থ্রি কিনে দেয়া নিয়ে পুত্রের মায়ের গঞ্জনা শুনতে হতো মাঝে মাঝেই। পুত্রের মা অভিযোগ করতেন, এই প্লে-স্টেশনই পুত্রের পড়াশোনার বারোটা



https://nagorikpathagar.org

বাজাচ্ছে। এরপরে পুত্রের আবদার প্লে-স্টেশন-ফোর কিনে দিতে হবে। কিনেও দিলাম একটা। প্রথম দিকে ফুটবলের গেমগুলো কিনতাম। এরপরে এলো কার-রেইসিং, তারপরে এলো ভয়াবহ সব গেম। কাটাকাটি, মারামারি, গলা কেটে ছিঁড়ে নেয়া আর সেই কাটা মুণ্ডুর সাথে তখনো ঝুলছে স্পাইনাল কর্ডের ছেঁড়া অংশ। আমি প্রথমে হতভম্ব হয়ে যেতাম। দুর্দান্ত গ্রাফিক্সের কাজ! মনে হতো একেবারে সত্যিকারের এই ঘটনাগুলো। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতো। আসলে আমিই তো এগুলো কিনে দিয়েছি। মনে প্রশ্ন জাগতো, এই কাজটা কি ঠিক হয়েছে? নানান খবর। অনলাইন স্টোরিতে পড়তাম গেইম-এডিকশনের কথা। এই এডিকশন যে কতটা খারাপ, সেটা জেনে শিহরিত হতাম। প্লে-স্টেশনে ছেলেকে খেলতে দেখলেই বিরক্ত হতাম। বকাবকি করতাম। সেও লুকিয়ে খেলা শুরু করলো।

এরপরেই আমার চোখ খুলে গেল। একদিন পুত্রকে ফোনে বললাম, তোমার প্লে-স্টেশনে খেলাটা ঠিকই আছে। এই খেলাটা মোটেই অন্যায় নয়। তুমি নিশ্চিন্তে খেলতে পারো। আর চাইলে আমি তোমার রুমেই প্লে-স্টেশনটা লাগিয়ে দিতে পারি। পুত্র অবাক হয়ে জানতে চায়, কেন? হঠাৎ কী এমন হলো যে, আমি যেই খেলার বিরুদ্ধে তীব্র বিরাগ প্রকাশ করতাম, সেটায় নির্দ্বিধায় অনুমোদন দিচ্ছি! আমি বললাম, এটা বুঝতে হলে তোমাকে পোস্ট মডার্নিজম বুঝতে হবে, বাংলায় যেটাকে বলি উত্তর-আধুনিকতা।

পুত্র এবার শুনতে রাজি। শুরু হলো আমাদের আলাপ।



https://nagorikpathagar.org

## দর্শন কী? প্রাথমিক আলাপ

পোস্ট মডার্নিজমটা কী? পুত্রের প্রশ্ন দিয়ে সকালটা শুরু হলো।

পোস্ট মডার্নিজম হচ্ছে দার্শনিক চিন্তার একটা পদ্ধতি। দর্শন কী, সেটা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। ভারতীয় দর্শন আলাপ করতে গিয়ে বলেছিলাম।

আরেকবার বলতে কি তোমার অসুবিধা আছে?

বুঝতে পারলাম পুত্র আবার ঝালিয়ে নিতে চাইছে তার জানাটা।

আচ্ছা ঠিক আছে, বলছি। 'দর্শন' বিষয়টা কী? 'দর্শন' কী নিয়ে ডিল করে এবং 'দার্শনিক ইনকোয়ারি' বা দার্শনিক অনুসন্ধিতসা কী? এটা যদি না জানা থাকে, তাহলে দর্শনের আলোচনা শুরুই করা যায় না। এক কথায় বলতে গেলে দর্শন মানুষের চিন্তার গণ্ডি বাড়ানোর নিরন্তর চেষ্টার নাম।

তাহলে বিজ্ঞান কি দর্শন?

উহুঁ! দর্শন কোনো বিজ্ঞান নয় যে, সেটা ডাটা বা উপাত্ত



https://nagorikpathagar.org

সংগ্রহ করে কোনো কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করবে।

তাহলে এটা কি আর্ট?

উহুঁ! এটা কোনো কলা বা আর্টও নয় যে, তাঁর অনুভূত জগতকে সে তার কল্পনা দিয়ে প্রকাশ করবে।

তাহলে দর্শনটা কী?

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বাংলায় আমরা ইংরেজি শব্দ 'ফিলোসফি'র অনুবাদ হিসেবে দর্শন শব্দটা ব্যবহার করি। কিন্তু বাংলায় দর্শন বলতে যা বুঝি আর ইংরেজিতে ফিলোসফি বলতে যা বুঝি এই দুই ধারণার মধ্যে তফাত আছে।

কী তফাত?

দর্শন মানে তো 'দেখা' এটা জানো। এই দেখা অর্থেই বাংলায় দর্শন শব্দটা ব্যবহৃত হয়। আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি, তার চাইতে অতিরিক্ত কিছু দেখার প্রচেষ্টার নামই দর্শন। আমরা আমাদের সামনে যা হাজির দেখি, যা নিয়ে আমরা চিন্তা করি তাকে যদি পরিচ্ছন্নভাবে আমাদের সামনে হাজির করা হয় আমরা বাংলায় সেটাকে বলি 'সত্য', এই সত্য দেখতে পায় কৃতি আর প্রাজ্ঞ মানুষ। তারাই দার্শনিক। আবার পাশ্চাত্য দর্শনে আমরা দেখি জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা। পাশ্চাত্যে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে জানার। আমাকে জানতে হবে। আমাদের দর্শনে কিন্তু 'জানা' বিষয়টা কখনো প্রধান ছিল না। সেজন্য আমাদের চিন্তার ইতিহাসে জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্টেমিওলজি



https://nagorikpathagar.org

কখনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না।

জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্টেমিওলজিটা আবার কী?

জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি কী বা কীভাবে আমরা জ্ঞান পাই সেই আলোচনাই জ্ঞানতত্ত্ব। দুটো গ্রিক শব্দ 'এপিস্টোম' যার মানে জ্ঞান আর 'লগিয়া' যার মানে বিজ্ঞান বা পাঠ। তাহলে এটাকে বলা যায়, জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠ। জ্ঞানতত্ত্বে যে আলোচনা হয় সেগুলো এমন—জ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝি? একজন কোনো কিছু নিয়ে কীভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে? সত্য জ্ঞানের ভিত্তি কী? ইত্যাদি।

আচ্ছা, আরেকটু বুঝিয়ে বলবে? জ্ঞান মানে আসলে কী?

আমরা খুব গভীরে যাবো না। খুব গভীরে গেলে আমরা খেই হারিয়ে ফেলবো। সেটা আমি করতে চাই না। তবুও বলছি। জ্ঞান মানে হচ্ছে ন্যায্য সত্য বিশ্বাস, ইংরেজিতে বললে Justified true belief; তার মানে কেউ যদি কোনো কিছুকে জ্ঞান বলে দাবি করে, তাহলে সেটার নায্যতা প্রমাণ করতে হবে। তার দাবিকে জাস্টিফাই করতে হবে। তার ক্লেইম বা যুক্তির পক্ষে দাবি যাচাইযোগ্য হতে হবে এবং পরিশেষে যে দাবি করছে, তাকেও তার নিজের দাবিকে বিশ্বাস করতে হবে।

আরেকটু পরিষ্কার করলে মনে হয় আমার বুঝতে সুবিধা হতো।

আচ্ছা, ঠিক আছে। ধরো, কেউ একজন বললো, 'আমি জানি মানুষ চাঁদের পিঠে হেঁটেছে।' এটাকে যদি সত্য জ্ঞান



https://nagorikpathagar.org

হতে হয়, তাহলে এই তথ্যটাকে জাস্টিফাই করতে হবে বা বক্তব্যের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে এটা তথ্য হিসেবে সত্য হতে হবে—এই ঘটনা আসলেই যে ঘটেছে তার প্রমাণ থাকতে হবে এবং যে এটা বলছে তাকেও এটা বিশ্বাস করতে হবে।

তাহলে এখানে বিশ্বাসের প্রসঙ্গ আসছে?

আসছে। কারণ বিশ্বাসকেও তোমার জাস্টিফাই করতে হবে।

এটা কীভাবে করা যায়?

এটাকে করতে হয় এভিডেন্স বা তথ্য দিয়ে। এই তথ্য হতে হবে মানসম্পন্ন এবং হতে হবে যৌক্তিক বা যুক্তিসঙ্গত।

আচ্ছা।

দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের দুটি ধারা গড়ে উঠেছে। এটা বলে রাখা ভালো। কারণ পরে অনেক আলোচনাতে এটা কাজে লাগবে। একটা ধারা হচ্ছে এমপেরিসিজম বা অভিজ্ঞতাবাদ এবং আরেকটা হচ্ছে র‍্যাশনালিজম বা যুক্তিবাদ।

তাহলে এই দুটো ধারা আসলে কী বলে?

এমপেরিসিজম বা অভিজ্ঞতাবাদ বলে, সত্য জ্ঞান আমরা পাই আমাদের ইন্দ্রিয় যে সত্য দেয় সেখান থেকে। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই জ্ঞান লাভের উপায়। যেমন—আমরা বিজ্ঞানে তথ্য-উপাত্ত বা ডাটা সংগ্রহ করি, বিশ্লেষণ করি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত



https://nagorikpathagar.org

হই। ডাটা ছাড়া অন্য কোনো ধারণার মূল্য বিজ্ঞানে নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানেও নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা কয়েকজন ডাক্তার একসঙ্গে মিলিত হয়ে যদি বলেন, 'আমাদের অভিজ্ঞতায় এই রোগে এই ওষুধটা ভালো কাজ দেয়' তবে এই বক্তব্যকে 'লেভেল ডি এভিডেন্স' বলে এবং এর মূল্য চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রায় শূন্য। সেই এভিডেন্সকেই মূল্য দেয়া হয়, যদি সেটা একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দুটি চিকিৎসা ব্যবস্থার স্পষ্ট পার্থক্য বোঝা যায়। এই অভিজ্ঞতাবাদ পরিপূর্ণ এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। লক, হিউম, বার্কলে প্রমুখ দার্শনিক অভিজ্ঞতাবাদের প্রবক্তা।

আর যুক্তিবাদ? সেটা নিয়ে বলো।

যুক্তিবাদীরা বলেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ঠিক আছে কিন্তু তা সব সময় সত্য ধারণা দেয় না। যেমন—জ্বর হলে তো খাবার তিতা লাগে। তাহলে কি সেই খাবারটা তিতা? তাতো নয়, বরং স্বাদ-আস্বাদনের ইন্দ্রিয় ভুল তথ্য দিচ্ছে। আর অনেক কিছুই তো আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না; যেমন—ঈশ্বর। তাহলে কি ঈশ্বর নেই? তাই যুক্তিবাদীরা প্রত্যক্ষজ্ঞানের পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনের জন্য আরো অনেক পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেন; যেমন—অনুমান। সক্রেটিস বলছেন, 'নিজেকে জানো'। মানে তোমার আত্মাকে জানো। তাঁর কাছে সত্য জ্ঞান আছে। কারণ তোমার আত্মা অন্য ওয়ার্ল্ড থেকে পরমাত্মার কাছ থেকে সত্য জ্ঞান নিয়ে এসেছে। প্লেটো-সক্রেটিস সব যুক্তিবাদীর পিতা।

আচ্ছা।



https://nagorikpathagar.org

তাহলে তোমার জ্ঞানতত্ত্ব বুঝতে পারা গেল?

হুঁ! পারা গেল।

তাহলে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই? কী আলাপ হচ্ছিল যেন?

দর্শন কী?

হ্যাঁ, যেটা বলেছি, আমাদের দর্শন চিন্তায় জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ ছিল কীভাবে মানুষ মুক্তি বা মোক্ষ পেতে পারে। তুমি যদি ভারতীয় দর্শন দেখো, তাহলে দেখবে কোন পথে তার মুক্তি বা মোক্ষ সেটাই মূল প্রশ্ন। তাই এখানে, মানে আমাদের অঞ্চলে দর্শন মানেই ছিল 'ধর্ম'।

জানার আকাঙ্ক্ষা কি খারাপ?

না, মোটেই তা নয়। তবে তুমি পরে ফুকো পড়লে বুঝবে, এই যে জানার আকাঙ্ক্ষা সেটা আসলে ক্ষমতারও আকাঙ্ক্ষা।

জানার আকাঙ্ক্ষা কেন ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা?

আমরা কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে জানতে চাই কেন? জানতে চাই কারণ সেটার উপরে আমরা নিয়ন্ত্রণ চাই। জানার সাথে দখলদারির সম্পর্ক আছে। যেমন ধরো আমরা যদি কোনো ভাষা ভাল জানি তাহলে বলি আমার ওই ভাষার উপরে দখল আছে।



https://nagorikpathagar.org

আচ্ছা।

তাহলে দর্শনকে মোটা দাগে এমন একটা জ্ঞানের শাখা বলে চিহ্নিত করতে পারো, যা কলা আর বিজ্ঞানের মাঝামাঝি অবস্থান করে এবং মানুষের জ্ঞান ও কল্পনা যেখানে এখনো পৌঁছেনি, তা নিয়ে ভাবে বা চিন্তা করে। এই জায়গাটা যেহেতু ভাবার জায়গা, তাই যারা চিন্তা করেন এই বিষয় নিয়ে, তারা তাদের চিন্তা নিয়ে একমত হতে পারেন না। দ্বিমত হওয়াটাই দর্শনের জন্য স্বাভাবিক। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটা কবিতা আছে খুব চমৎকার।

বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়।
বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
অন্তত আর যাই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মবিনাশের পথ
পরিষ্কার করে।

এটাই দর্শনের পথ।

বুঝলাম না। একমত হবে না কেন? দর্শনে সারাক্ষণ ঝগড়া লেগে থাকবে? সেই ঝগড়াঝাটি নিয়ে তাহলে আমরা কী করবো?

যেমন ধরো, বিজ্ঞানের বিষয়ে মোটামুটি সবাই একমত



https://nagorikpathagar.org

থাকে। যেমন—পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এটা নিয়ে কেউ দ্বিমত করে না। কিন্তু বিজ্ঞানও জ্ঞানের নানা এলাকা নিয়ে এমন কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয়, যেগুলোর উত্তর ওই বিষয়টির মধ্যে থেকে পাওয়া যায় না। দর্শন সেগুলো নিয়ে কাজ করে।

যেমন? একটা উদাহরণ দাও। বিজ্ঞান কী এমন প্রশ্নের জন্ম দেয়, যা বিজ্ঞান ফয়সালা করতে পারে না?

যেমন ধরো, মানব ক্লোনিং-এর বিষয়টা। বিজ্ঞান মানব ক্লোনিং জানে, কিন্তু এই মানব ক্লোনিং-এর চর্চা শুরু হবে কি না সেটার বিতর্ক বা ফয়সালা বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে হয় না; এটার ফয়সালা হবে দর্শনের পরিমণ্ডলে। তাই এখানে নানা মত থাকবে, নানা চিন্তা থাকবে। এর কোনোটাই ঠিক বা বেঠিক নয়।

আচ্ছা।

আবার ধরো, আমেরিকা এবং সোভিয়েত রাশিয়া দুই পরাশক্তি তৈরি হয়েছে দুই দার্শনিকের চিন্তার উপর ভিত্তি করে। টমাস পাইন আর কার্ল মার্কস। এই দুইজনের চিন্তা তো বিপরীতমুখী চিন্তা। এই দুইজনের মধ্যে কে সঠিক? এর উত্তর কি দর্শন নির্ধারণ করেছে?

না, তা করেনি।

আবার ধরো, দর্শনের অন্য এলাকায়, যেমন—এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিক ভলতেয়ার সঠিক, নাকি তাঁর সমালোচনা যারা করেছেন সেই পোস্ট মডার্নিস্টরা সঠিক?



https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

র‍্যাশনালিস্টরা সঠিক, নাকি তাঁদের বিপরীতে দাঁড়ানো এম্পেরিসিস্টরা সঠিক? হেগেল সঠিক, নাকি তাঁর ক্রিটিক মার্কস সঠিক? দর্শন পড়তে গেলে তুমি সঠিক-বেঠিকতার বিষয় কোথাও খুঁজে পাবে না, যেটা পাবে সেটা হচ্ছে চিন্তার বিপরীতে অসংখ্য প্রশ্নের শৃঙ্খল। তাহলে যা দাঁড়ালো— "দর্শনের কর্তব্য 'সত্য' নির্ণয় নয় বরং নানান ভাষা ও বয়ানে চিন্তার ক্রমাগত পর্যালোচনা।"

আচ্ছা বুঝলাম। তাহলে আবার শুরু করো পোস্ট মডার্নিজম নিয়ে।

ওই যে আগেই বলেছি চিন্তার পদ্ধতি। পৃথিবীকে দেখার পদ্ধতি।

তো সেই পদ্ধতিটা কী?

ধীরে বৎস, ধীরে। পোস্ট মডার্নিজম একটা আন্দোলন, যেটা শুরু হয়েছে মডার্নিজম বা আধুনিকতার প্রতিক্রিয়ায়।

ওরে বাবা, তাহলে আধুনিকতাটা কী?



https://nagorikpathagar.org

## আধুনিকতা কী?

'আধুনিকতা' হচ্ছে একটা বিশেষ 'চিন্তা-কাঠামো'।

কী রকম এই চিন্তা-কাঠামোটা?

এই চিন্তা-কাঠামোটা বুঝতে হলে তোমাকে ইউরোপে ১৭ ও ১৮ শতকে প্রায় ২০০ বছর ধরে চলা নতুন চিন্তার উত্থানটাকে বুঝতে হবে। এই চিন্তার উত্থানটার নামই আধুনিকতা।

সেই চিন্তাটাই তো জানতে চাইছি। বলছো না কেন?

দাঁড়াও দাঁড়াও বৎস। আমি তো বিষয়টা তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিতে চাই। তাই ধীরে ধীরে বলছি, যেন তুমি শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে না ওঠো তোমার আগ্রহ থেকে। আর তোমার মনেও থাকে।

আচ্ছা, ঠিক আছে, বলো।

বিয়ের জন্য যখন পাত্র-পাত্রী খোঁজা হয় তখন কি বলতে শুনেছ যে, ছেলেটা বা মেয়েটা 'আধুনিক' কি না? এটা হচ্ছে একটা ক্রেডেন্সিয়াল বা বিশেষ যোগ্যতা। আবার



https://nagorikpathagar.org

আধুনিক বলতে শহুরেপনা, শহরের তরিকায় অভ্যস্ত কিনা এটাও বোঝায়। আবার এটাও বোঝায় ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে কি না?

কিন্তু এটাই আধুনিকতা?

একদমই নয়। এগুলো প্রত্যেকটিই আধুনিকতার একেকটা বৈশিষ্ট্য তো বটেই। তবে শুধু এটুকুই আধুনিকতা নয়। তোমার যদি কোনো কমিউনিস্ট বন্ধু থাকে বা তাদের কথা যদি তুমি শুনে থাকো, তাহলে তুমি 'বুর্জোয়া ভাবাদর্শ' কথাটা শুনে থাকতে পারো।

হুঁ! শুনেছি। কিন্তু মানে বুঝিনি। মনে হয়েছে একটা বিদেশি গালি।

হা হা হা হা! সেভাবে তারাও বলে। তারাও মনে করে এটা গালি। কিন্তু তুমি ওদের জিজ্ঞেস করে দেখবে 'বুর্জোয়া ভাবাদর্শ' বলতে কী বোঝায়। তাঁরা অনেকেই তোমাকে এটা বুঝিয়ে দিতে পারবে না।

তাহলে 'বুর্জোয়া ভাবাদর্শ' কথাটা হঠাৎ করে আনলে কেন?

এটাই হচ্ছে আধুনিকতা।

তার মানে যাহা 'বুর্জোয়া ভাবাদর্শ' তাহাই 'আধুনিকতা'!

তাই, তবে আধুনিকতার ধারণা গড়ে ওঠে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে। শিল্প বিপ্লব যে নতুন পৃথিবী, নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র জন্ম দিল সেটার যেই সাংস্কৃতিক আবহ সেটাই আধুনিকতা। শিল্প বিপ্লবের আগে পৃথিবী শাসিত



https://nagorikpathagar.org

হতো কাদের দিয়ে?

রাজা-বাদশাহ দিয়ে।

হুঁ! ঠিক। তবে রাজা বাদশাহ ছাড়াও ইউরোপে চার্চ শাসন-ব্যবস্থার অংশ ছিল। বিজ্ঞান এবং টেকনোলজি যখন অগ্রসর হতে শুরু করলো, তখন সাধারণ মানুষ রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার, শোষণ আর চার্চের নিপীড়ন সম্পর্কে সোচ্চার হতে শুরু করলো। এই সময়টায় ইউরোপের চিন্তাজগতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভব হতে থাকে। স্বাধীনতা, প্রগতি, মুক্তি, সহনশীলতা, সংবিধান, সরকার আর চার্চের সেপারেশন—এসব ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। শুধু তাই নয়, যুক্তি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, যুক্তি প্রয়োগ—এই ধারণাগুলোর চর্চা হতে থাকে। ব্যাপক সংখ্যক মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য আগে যেই পরিমাণ মানুষকে কৃষিতে যুক্ত থেকে কৃষি উৎপাদন করতে হতো, তার চেয়ে কম লোক দিয়ে কৃষি উৎপাদন সম্ভব হলো। নগর গড়ে উঠতে থাকলো।

তাহলে নগর এই আধুনিকতার সময় থেকেই গড়ে উঠলো?

না, সেটা নয়। নগর আগেও ছিল। তবে নগরকেন্দ্রিক যে সভ্যতা, নগরায়ণ আর নগরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো এই সময় থেকেই।

রাজ্য আর রাষ্ট্রের মধ্যে তফাত কী?

রাজ্য, দেশ, সাম্রাজ্য, গোত্র আর রাষ্ট্র এক জিনিস নয়।



https://nagorikpathagar.org

রাষ্ট্র বিশেষভাবে নির্মিত একটি পলিটিক্যাল সংগঠন। রাজ্য আর রাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তফাত হচ্ছে— জনগোষ্ঠী কীভাবে এবং কার দ্বারা শাসিত হবে, সেটা রাষ্ট্রের নাগরিক ঠিক করতে পারে। কিন্তু রাজ্যের প্রজা সেটা ঠিক করতে পারে না। রাষ্ট্রের জনগণ পরপস্পরের সাথে একটা সামাজিক চুক্তি করে, যেটাকে সংবিধান বলা হয়। কিন্তু রাজ্যে কোনো সামাজিক চুক্তি থাকে না। রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকে, রাজ্যে থাকে না। রাষ্ট্র বা স্টেট শব্দটা ১৬ শতকের ম্যাকিয়াভেলির প্রিন্স প্রকাশিত হওয়ার আগে অজানা ছিল। পুঁজিবাদের উদ্ভব আর রাষ্ট্র নামের রাজনৈতিক প্রপঞ্চের যাত্রা একই সময়ে। এর আগে আমরা আধুনিক রাষ্ট্র বলতে যা বুঝি তা ছিল না। রাষ্ট্র নামের কোনো ধারণাও ছিল না। থাকা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেন হলো তাহলে? দেশ, সাম্রাজ্য বা রাজ্য থাকলে কী সমস্যা ছিল?

সমস্যা ছিল একটা বিরাট। পুঁজিবাদ শুধু একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, সে একটা জীবনবিধানও বটে। পুঁজিবাদ আসার সাথে সাথে সে আধুনিকতা বা মডার্নিজমকে সাথে করে নিয়ে আসে। এনলাইটেনমেন্ট মডার্নিজমের জন্য সেই মনোজগৎ তৈরি করে।

পুরো এনলাইটেনমেন্ট সম্পর্কে তো তাহলে আরো ভালো করে বুঝতে হবে। বলো সেটা।



https://nagorikpathagar.org

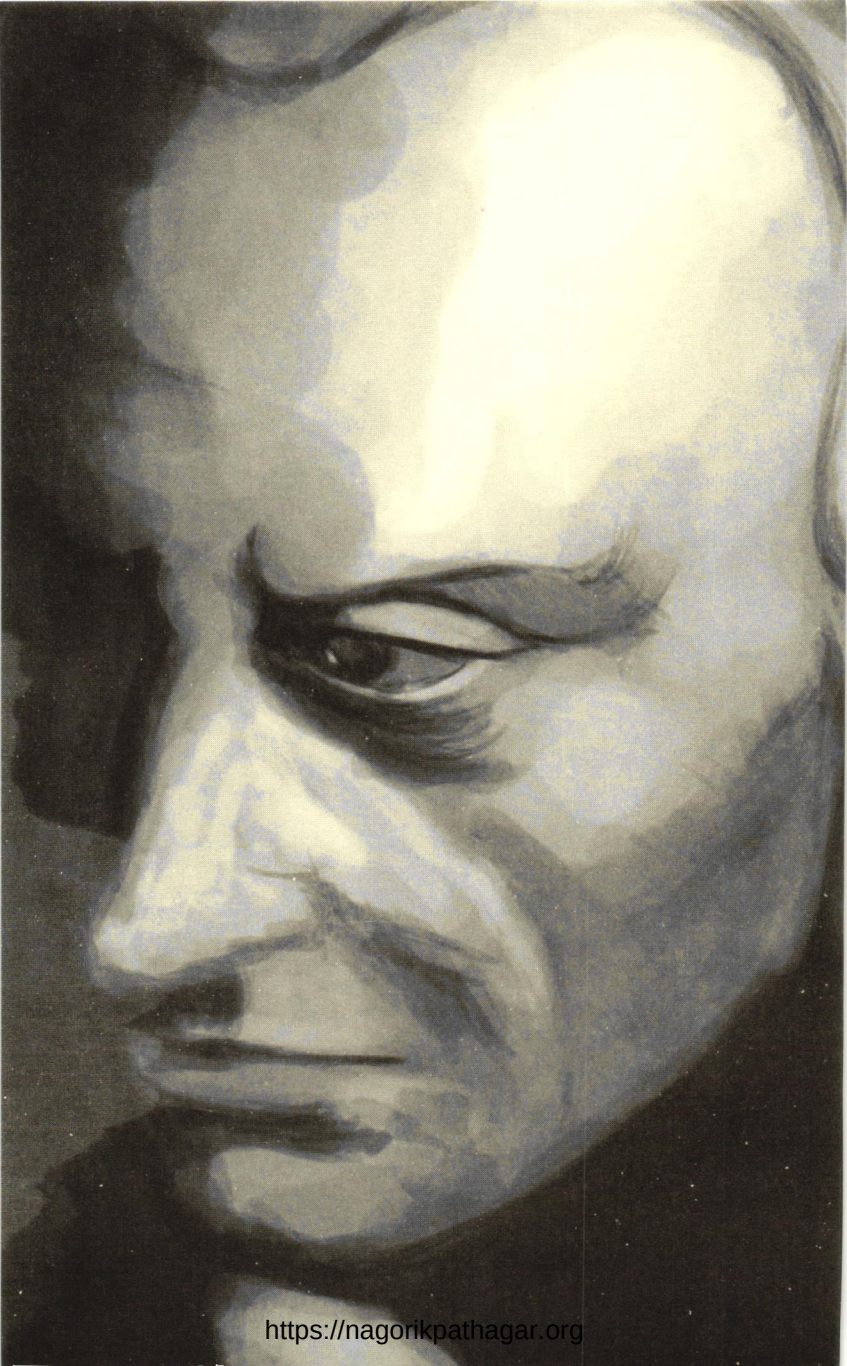

https://nagorikpathagar.org

## এনলাইটেনমেন্ট কী?

তুমি আগেই জেনেছো, আধুনিকতার শুরুর ঘটনার নাম ছিল 'এনলাইটেনমেন্ট', যা পরিণতি পেয়ে নাম হয় 'মডার্নিজম' বা 'আধুনিকতা', যার একটি প্রপঞ্চ সেক্যুলারিজম। এরই আরেক পরিণতি বা বলা যায়, রাজনৈতিক পরিণতির নাম আধুনিক রাষ্ট্র। ফলে তোমাকে অন্তত মোটা দাগে এনলাইটেনমেন্ট থেকে আধুনিকতা পর্যন্ত এর ইতিহাস পাঠ থাকতে হবে। আবার সেটা মুখস্তবিদ্যা হলে হবে না। বুঝতে হবে গভীর থেকে।

আচ্ছা।

এনলাইটেনমেন্ট নিয়ে কান্টের একটা লেখা আছে 'ওয়াট ইজ এনলাইটেনমেন্ট'। সেখানে তিনি বলছেন এটাই মানুষের অপরিপক্ক অবস্থা থেকে পরিপক্ক বা অপরিণত অবস্থা থেকে পরিণত হওয়া।

এই অপরিণত অবস্থা বলতে তিনি কী বলতে চাচ্ছেন?

তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, দেখো তুমি এতই অপরিণত যে



https://nagorikpathagar.org

তোমাকে চালানোর জন্য আরো অনেক কিছু লাগে। তুমি একা একা চলতে পারো না। তুমি বাচ্চার মতো। তোমাকে চালানোর জন্য ধর্মনেতা লাগে, অনুশাসন লাগে, অন্যকে তোমাকে বলে দিতে হয় তুমি কী করবে কীভাবে চলবে। কিন্তু তোমার তো বুদ্ধি আছে সেটা কাজে লাগাও, যুক্তি দিয়ে নিজেই বিচার কর, তাহলে তো তুমি নিজেই বুঝতে পারবে কী করা উচিত আর করা উচিত না, বুঝতে পারবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। এটাই কিন্তু মোটা দাগে এনলাইটেনমেন্ট। তার মানে বুদ্ধি দিয়ে যখন মানুষ সত্য জানতে চাইলো সেটাই এনলাইটেনমেন্ট।

আচ্ছা।

এনলাইটেনমেন্ট প্রকল্পের মুখ্য দিক হচ্ছে জীবনকে যুক্তির মাপে বেঁধে ফেলা। জীবনের সবকিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করার এই এনলাইটেনমেন্ট পর্বের আগে ঈশ্বরে বিশ্বাস দিয়ে সবকিছু বিচার করা হতো। এমনকি মানুষের আবেগ, অনুভূতি, আধ্যাত্মিকতা সবকিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করার কথা বলা শুরু হলো। পৃথিবীর চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল এই নতুন চিন্তার দর্শনে।

যুক্তির তো দরকার আছে, তাই না? যুক্তি ছাড়া বোঝাবো কীভাবে যে বিষয়টা সত্য?

হুঁ! তাতো বটেই। আমরা যখন নিজের বক্তব্যকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে দাবি করি তখন তো বলি, আমার কথা যৌক্তিক। অন্যের কথা যখন বাতিল করতে চাই তখন বলি



https://nagorikpathagar.org

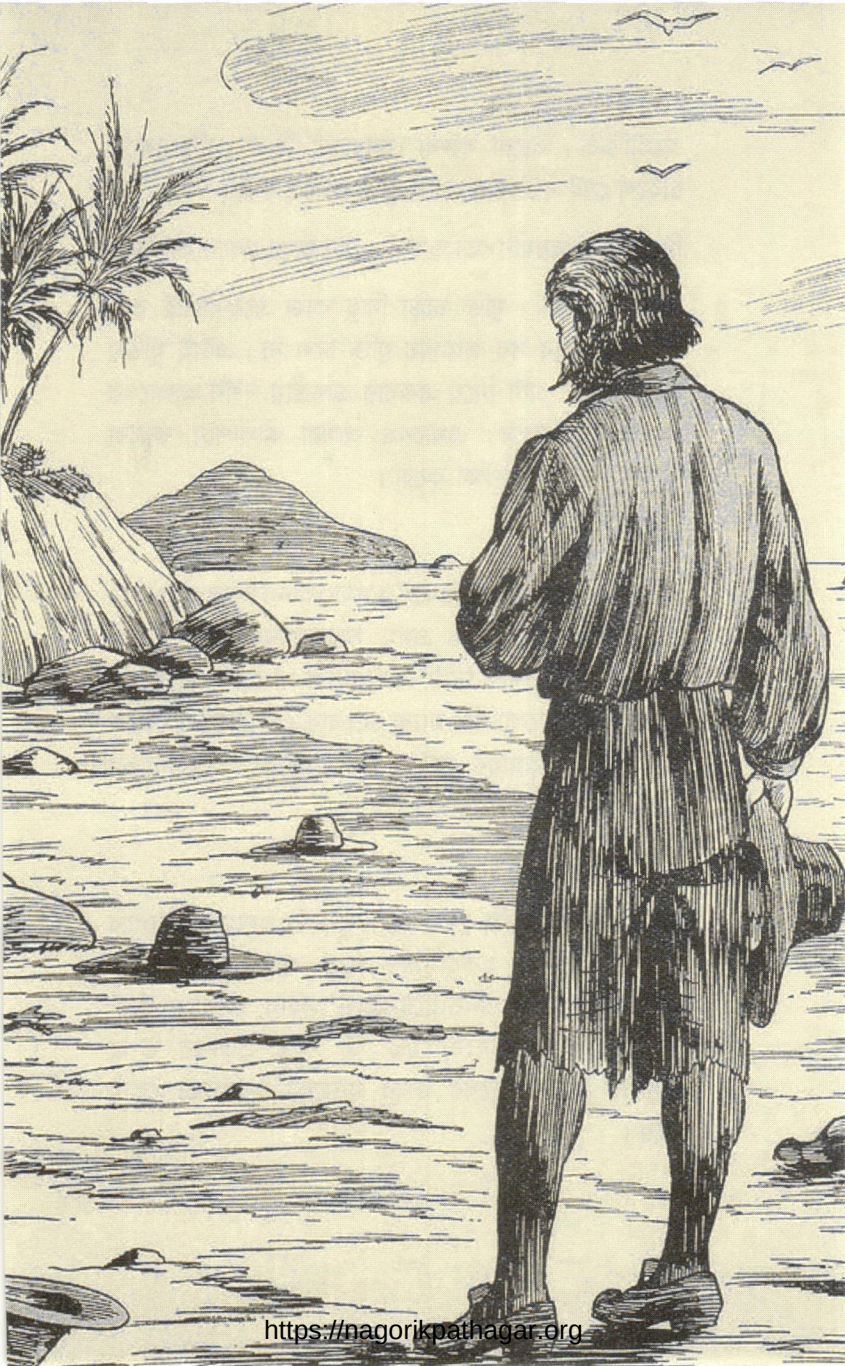

https://nagorikpathagar.org

অযৌক্তিক। কারো বক্তব্য জোরালো কিনা সেটা বুঝতে চাইলে সেই বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি শুনতে চাই।

কিন্তু, যুক্তি বিষয়টা তো ভালো। এটা ছাড়া চলবে কীভাবে?

নিশ্চয়ই ভালো। যুক্তি ছাড়া কিছু কাজ একেবারেই করা যায় না। তবে সব জায়গায় যুক্তি চলে না। এটাই যুক্তির সীমাবদ্ধতা। এটা নিয়ে একবার ভারতীয় দর্শন আলাপের সময়ে বলেছিলাম। এখানেও আমরা আলাপটা করবো আবার। একটু অপেক্ষা করো।

আচ্ছা।

এবার আসি এনলাইটেনমেন্টের সমালোচনা নিয়ে আলাপে। এই এনলাইটেনমেন্টের প্রথম সমালোচনা শুরু হয় ১৮ শতাব্দীতেই। প্রথমে নিটসের অনুসারী ম্যাক্স ওয়েবার শুরু করেন এই সমালোচনা। ম্যাক্স ওয়েবার এনলাইটেনমেন্টকে বলেছিলেন, 'আয়রন কেইজ অব ফিউচার'—ভবিষ্যতের যুক্তি শাসিত লোহার খাঁচা।

কেন লোহার খাঁচা?

বলছি। আলোচনাটা শেষ হোক বুঝতে পারবে। এরপরে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের হর্কহাইমার আর অ্যাডোর্নো লেখেন 'ডায়ালেক্টিক অব এনলাইটেনমেন্ট' বইটা, সেখানে তাঁরা দেখান এই এনলাইটেনমেন্ট কী করে প্রকৃতির উপর মানুষের এবং মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য তৈরি করে।



https://nagorikpathagar.org

হর্কহাইমারের মতে, ফ্যাসিবাদ হচ্ছে বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজের যান্ত্রিক যুক্তিবাদের সর্বোচ্চ রূপ। এই অবস্থায় এনলাইটেনমেন্ট প্রকল্প সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে গিয়ে এক ধরনের বর্বরতায় রূপান্তরিত হয়। হর্কহাইমারের প্রস্তাব অনুসারে ইউরোপের ফ্যাসিবাদ ছিল যান্ত্রিক যুক্তিবাদ ও শয়তানির সংশ্লেষ। এনলাইটেনমেন্টের হাত ধরে শুধু আধুনিকতাই আসেনি, ফ্যাসিবাদও এসেছে।

দাঁড়াও দাঁড়াও। ফ্যাসিবাদ তাহলে কী?

এবার তো তাহলে ফ্যাসিবাদ কী সেটা নিয়ে আলাপ করতে হবে।



https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

## ফ্যাসিবাদ কী?

ফ্যাসিজম বা ফ্যাসিবাদ হচ্ছে একটা চরমপন্থি, জাতীয়তাবাদী, কর্তৃত্বপরায়ণ রাজনৈতিক মতাদর্শ। ফ্যাসিবাদে ভিন্নমতের কোনো ঠাঁই নেই। এজন্য ফ্যাসিবাদে ভিন্নমতকে সহ্য না করে দমন করা হয়।

শুধু এটুকুই?

না, সেটা নয়। ফ্যাসিবাদের একটা সাধারণ চরিত্রের লক্ষণ হচ্ছে, গণতন্ত্রে নাগরিকের যে অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেসব অধিকার কমবেশি স্বীকার করা হয় এবং যে সকল অধিকারের ওপর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে থাকে, সেই সকল অধিকারের বিপর্যয় ও ক্ষয় ঘটে।

তার মানে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে শাসক নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে স্বেচ্ছাচার চালায়?

দেখো, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের এই বিপর্যয় ও ক্ষয় ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ স্বৈরতন্ত্র দমনপীড়ন করতে গিয়ে প্রায়ই এই অধিকার লংঘন



https://nagorikpathagar.org

করে। কিন্তু সেটা তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বাভাবিক চরিত্র, ফ্যাসিবাদের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? বুর্জোয়াশ্রেণির দমনপীড়ন থেকে ফ্যাসিবাদী দমনপীড়ন কীভাবে আলাদা সেটা শনাক্ত করা ও করতে পারা জরুরি। এই কারণে ফ্যাসিবাদকে শুধু রাজনৈতিকভাবে কিংবা নিছকই দমনপীড়ন হিসাবে বুঝলে চলবে না। এভাবে বুঝি বলেই যেকোনো দমনপীড়নকে আমরা ফ্যাসিবাদী বলে গালি দিয়ে থাকি।

এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

দুইয়ের পার্থক্য বুঝতে হলে ফ্যাসিবাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতি মনোযোগ রাখতে হবে। দমনপীড়ন এই আধুনিকায়ন ব্যবস্থা, যেটার অর্থনৈতিক রূপ পুঁজিবাদ, সেই ব্যবস্থার বিকাশের সময় ঘটতে পারে। সেটা স্বৈরতন্ত্র হতে পারে, কিন্তু ফ্যাসিবাদ নয়। পুঁজিবাদের জন্য সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ফ্যাসিবাদী দমনপীড়ন পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে নয় বরং তার সংকট পর্বের সঙ্গে জড়িত থাকে। ফ্যাসিবাদ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সংকটও বটে।

আবার তো একটা নতুন বিষয় আনলে 'পুঁজিবাদ'। এর আগে বললে 'বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজ'। এগুলো সম্পর্কে বলবে না?

ঠিক মনে করেছ। পুঁজিবাদ সম্পর্কে এবং আরো নতুন কিছু টার্ম সম্পর্কে বলে আবার ফ্যাসিবাদ আলোচনায় ফিরে আসবো।



https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

## পুঁজিবাদ কী?

আজকের সময়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের অর্থনীতিই পুঁজিবাদী ধারায় সাজানো। কিন্তু তুমি খেয়াল করলে দেখবে একই সঙ্গে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদকে সন্দেহ আর অবিশ্বাস করা হয়। মনে করা হয়, ক্যাপিটালিজম আমাদের সমস্ত দুর্দশার জন্য দায়ী। অথচ এই ক্যাপিটালিজমের কালপর্বেই পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য দূর হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

তাই নাকি? কী রকম সেটা?

শিল্প বিপ্লবের আগের সময়ে সারা পৃথিবীতেই নিদারুণ দারিদ্র্য ছিল। ১৭০০ সালে জনপ্রতি জিডিপি ছিল দুই ডলার। ক্যাপিটালিজমের কালপর্বেই প্রথম পৃথিবী থেকে ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য দূর শুরু হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য দূর হয়েছে ১৯৭৯ সালে চীনের অর্থনৈতিক সংস্কারের পর থেকে। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে চরম দারিদ্র্য বিরাজ করছে, যেমন—ভারত ও সাব সাহারান আফ্রিকার



https://nagorikpathagar.org

কিছু গ্রামীণ অঞ্চল, সেখানে এখনো পর্যন্ত ক্যাপিটালিজম পৌঁছেনি।

আরো একটু নির্দিষ্ট করে বলো।

বলছি। ১৯৯৯ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে অর্ধেকের বেশি দারিদ্র্য দূরীভূত হয়েছে। দারিদ্র্য ক্যাপিটালিজমের কোনো অঙ্গীভূত শর্ত নয়, বরং ক্যাপিটালিজমই এ পর্যন্ত দারিদ্র্য দূর করার জন্য সেরা এবং পরীক্ষিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যে সমস্ত চর্চা দুনিয়া জুড়ে হয়েছে দেখা যায়, তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতো দারিদ্র্য কমাতে পারেনি বরং অর্থনীতির মানদণ্ডে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিগুলো স্থবির ছিল।

চীনের অর্থনৈতিক সংস্কারের আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পশ্চিমে ব্যাপকভাবে দারিদ্র্য দূর হওয়া শুরু হয়েছিল। উন্নত বিশ্বে যেটাকে বলা হয় এবসোলিউট দারিদ্র্য, সেটা অনুপস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা হয়েছিল, কল্যাণ রাষ্ট্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সোশ্যাল সিকিউরিটি আর পেনশন সিস্টেম প্রবর্তিত হয়েছিল—এর ফলেই দারিদ্র্য দ্রুত দূরীভূত হয়েছিল।

তবে শুধু ক্যাপিটালিজম দিয়েই পৃথিবীর বাকী দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। এর সঙ্গে আরো কিছু রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যা সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, সার্বজনীন স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করবে,



https://nagorikpathagar.org

আর সর্বোপরি এমন কিছু চেক অ্যান্ড ব্যালান্স সৃষ্টি করবে যাতে সম্পদ অল্প কিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত হয়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক অসাম্য তৈরি না করে।

সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু ক্যাপিটালিজমটা কী?

ক্যাপিটালিজম এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে তিনটা বিষয় থাকতেই হয়। এক. মজুরি শ্রমিক, যে মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করে; দুই. উৎপাদনের উপায় বা যা দিয়ে তুমি উৎপাদন করবে, যেমন—ধরো, কারখানা এবং কাঁচামাল তার উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তিন. মুনাফার জন্যই শুধু উৎপাদন করা হবে। ক্যাপিটালিজমে টাকা বিনিয়োগ করে পণ্য তৈরি করা হয় এবং সেই পণ্য বিক্রি করে আরো বেশি টাকা আয় করা হয়। এখন পর্যন্ত ক্যাপিটালজমই সবচেয়ে উত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা দ্রুত সম্পদ বৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

ক্যাপিটালিজম কীভাবে তাহলে এত দুর্নাম কুড়ালো? এটা যদি এত ভালো ব্যবস্থাই হয়?

এটার একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে।

বলো, শুনতে চাই।

১৩০৪ সালে ইতালির পাদুয়াতে একটা চার্চের দেয়ালে পেইন্টার জিয়োটো একটা ফ্রেস্কো আঁকলেন। ফ্রেস্কো মানে জানো তো? কাঁচা প্লাস্টারের উপরে রং দিয়ে আঁকা দেয়ালের ছবি। ছবিটার নাম ছিল 'জেশাস অ্যান্ড দ্য মানি লেন্ডার'। সেখানে তিনি এঁকে দেখালেন—যিশু একজন



https://nagorikpathagar.org

ব্যবসায়ীকে পিটাচ্ছেন, যে ব্যবসায়ী টাকা ধার দিত সুদের বিনিময়ে।

যিশু পিটাচ্ছেন?

হুঁ! তাই। পশ্চিমে এই ধারণা অনেকদিন থেকেই আছে যে, আধ্যাত্মিক জীবন আর ব্যবসা একসঙ্গে যায় না। বাইবেলে এমন একটা গল্প আছে যে, যিশু জেরুজালেমে একটা মন্দিরে গেলেন। গিয়ে দেখলেন মন্দিরের সামনে ব্যবসায়ীরা জটলা করে আছে। দেখেই যিশু ক্ষেপে গিয়ে বললেন, মন্দির এমন অপবিত্র লোকদের কাজকর্মের জায়গা নয়। এই ঘটনা নিয়েও একটা পেইন্টিং আছে। দেখবে যিশু লাঠি হাতে উন্মত্তের মতো পিটাচ্ছেন আর টাকার থলি হাতে



https://nagorikpathagar.org

ব্যবসায়ীরা দৌড়ে পালাচ্ছে। আদি ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স খ্রিস্টান মতবাদ টাকাকে অনৈতিকতার উৎস বলে মনে করতো এবং এ কারণেই ইউরোপে পুঁজিবাদের উদ্ভব হতে দেরি হয়েছে অনেক।

তাহলে পুঁজিবাদের শুরু হলোটা কীভাবে?

১৪৫০ সালে ভেনিসে লুকা প্যাচিওলি অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে একটা বই লেখেন। এটাই অ্যাকাউন্টিং-এর প্রথম বই। নাম ছিল 'সুমা দো এরেথমেটিকা'। এটাকে বলতে পারো জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত ক্যাপিটালিজমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

কী লেখা ছিল সেই বইয়ে?

এখানেই তিনি প্রথম দেখালেন, কীভাবে ডাবল এন্ট্রি বুক কিপিং করতে হয়। এটা এখনো ব্যবহার করা হয়, সেটা তুমি জানো। তিনি আরো বললেন, টাকা থেকে টাকা উপার্জন ভাগ্যের উপরে নির্ভর করে না। টাকা কোনো স্বর্গীয় স্বস্তি বা পুরস্কারের বিনিময়ে আসে না। বরং টাকা উপার্জনের কৌশল একটা বিজ্ঞান; যা আগ্রহ, যুক্তির ব্যবহার, ধৈর্য আর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

এরপর ১৫৫৫ সালে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। এর মধ্যেই খ্রিস্ট ধর্মের সংস্কার হয়েছে। প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ এসেছে। আদি খ্রিস্ট ধর্মের সব নৈতিকতাকে প্রোটেস্ট্যানিজম বদলে দিল।

১৫৫৫ সালে কী হলো?



https://nagorikpathagar.org

# Summa de Arithmetica geo

metria. Proportioni: et proportionalita:
Nouamente impressa In Toscolano su la riua dil Benacense et
vnico carpionista Laco: Amenissimo Sito: de li antique & 
euidenti ruine di la nobil cita Benaco ditta illustra-
to: Cum numerosita de Impatorij epithaphij
di antique & perfette littere sculpiti do-
tato: & cu finissimi & mirabil co-
[redacted] lone marmorei: inumeri [redacted]
fragmenti di alaba-
stro porphidi & serpentini. Cose certo
lettor mio diletto oculata fi-
de miratu digne sot-
terra se ritro
uano.

Fil. Dr GUSTAF ENESTRÖM
BIBLIOTEK
STOCKHOLMS HÖGSKOLA

## Continentia de tutta lopera:

De numeri e misure in tutti modi occurrenti.
Proportioni e pportionalita a notitia del 5.° de Euclide: e de tutti li altri soi libri.
Chiaui: ouero euidetie numero. 13. per le quantita continue pportionali del 6.° e 7.° de Euclide extratte.
Tutte le parti de lalgorismo: cioe releua re partire: multiplicare: sumare: e sotrare: con tutte sue pue in sani e rotti e radici e progressioni.
De la regola mercantesca ditta del. 3. e soi fondameti co casi exeplari p c.° m° 8. 6. guadagni: perdite: transportatio- ni: e inuestite.
Partir: multiplicar: sumar: e sotrar de le pportioni: e de tutte sorti radici.
De le tre regole del Catayn ditta posi- tione: e sua origine.
Euidentie generali: ouer conclusioni nu mero. 66. absoluere ogni caso che per regole ordinarie non si podesse.
Tutte sorte binomij e recisi: e altre linee irrationali del decimo de Euclide.
Tutte regole de Algebra ditte de la cosa e lor fabriche e fondamenti.
Copagnie in tutti modi: e lor partire.
Socide de bestiami: e lor partire.
Fitti. pescioni: cottimi: liuelli: logagioni: e godimenti.
Baratti in tutti modi semplici: compo- sti: e col tempo.
Cambi real: secchi: fittitij: e diminuti: ouer communi.
Meriti semplici e a capo danno: e altri termini
Resti: saldi: sconti: de tepo e denari: e de recare a vn di piu partite.
Ori: argenti: elloro affinare: e carattare.
Molti casi e ragioni straordinarie: va- rie e diuerse a tutte occurretie: como nella sequente tauola appare ordina- tamente de tutte.
Ordine a saper tener ogni coto: e scriptu re: e del quaderno in vinegia.
Tariffa de tutte vsançe e costumi mer- canteschi in tutto el mondo.
Pratica e theorica de geometria: e de li cinq; corpi regulari: e altri depedenti
E molte altre cose de grandissimi piace ri: e frutto: commo diffusamente per la sequente tauola appare.

https://nagorikpathagar.org

ওই বছর জেনিভাতে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরু জন কেলভিন প্রোটেস্ট্যান্ট সদগুণ ঘোষণা করলেন। সেগুলো হচ্ছে— পরিশ্রম, কৃচ্ছ্রসাধন, ধৈর্য, সততা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা। এবার তুমি দেখো তো লুকা প্যাচিওলি যা যা বলেছিল টাকা উপার্জনের বিজ্ঞান হিসেবে আর জন কেলভিন যা যা বললেন প্রোটেস্ট্যান্ট সদগুণ হিসেবে, এই দুটো এক কিনা?

হ্যাঁ, তাই তো। এই দুটোই এক।

কেলভিনই বললেন, অযথা টাকা খরচ করে বিলাসিতা করবে না। অতিরিক্ত উপার্জনের টাকা খরচ না করে আবারো ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। ব্যবসায় ভালো হওয়াটা ঈশ্বরের কাছেও প্রশংসার যোগ্য। একজন অভিজাত হওয়া বা একজন ধর্মগুরু হওয়ার চাইতে একজন ভালো ব্যবসায়ী হওয়া ভালো।

১৭৭৬ সালে পুঁজিবাদের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটলো। এক স্কটিস ভদ্রলোক একটা বই লিখলেন, নাম 'ওয়লথ অব নেশনস'। কে সেই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এখন?

হুঁ! অ্যাড্যাম স্মিথ।

বইটার পুরো নাম অবশ্য 'এন ইনকুয়ারি ইনটু দ্য নেচার অ্যান্ড কজেস অব দ্য ওয়েলথ অব দ্য নেশন' । তিনিই প্রথম দেখালেন দাসপ্রথা একটা ইনএফিসিয়েন্ট পদ্ধতি। দাস কেনা ও তার ভরণপোষণের চাইতে মুক্ত শ্রমিককে



https://nagorikpathagar.org

মজুরি দিয়ে কাজে নিযুক্ত করা অনেক বেশি লাভজনক। একজন পুঁজিপতি শ্রমিককে আইনসঙ্গতভাবে এবং মানবিকভাবে ট্রিট করলেই বরং বেশি লাভবান হবেন। তিনিই প্রথম ডিভিশন অব লেবারের কথা বলেছেন। তিনি দেখালেন কীভাবে একজন শ্রমিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিশেষ একাংশের উপরে দক্ষতা অর্জন করে পুরো উৎপাদনকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে। তিনি একটা পিন কারখানার উদাহরণ দিয়ে দেখালেন, একজন শ্রমিক যেখানে দিনে ২০টা পিন তৈরি করতে পারে সেখানে ১০ জনকে যদি বিশেষ দক্ষতা সহকারে বিশেষ বিন্যাসে সাজিয়ে উৎপাদন করা যায়, তাহলে দিনে দু'শটা পিন নয় ৪৮ হাজার পিন উৎপাদন সম্ভব। তিনি দেখালেন, নিজের মুনাফাকে মাক্সিমাইজ করে কীভাবে অসচেতনভাবে একজন পুরো সমাজকেই উপকৃত করে। একজন রুটি বিক্রেতা, মদ বিক্রেতা বা কসাই কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের জন্য খাদ্য যোগান দেয় না বরং তাদের নিজের ইন্টারেস্টেই সেটা যোগান দেয়। কিন্তু এতে সবাই উপকৃত হয়।

অ্যাডাম স্মিথের এই বই প্রকাশের ফলে ব্যবসা এবং সম্পদের বিষয়ে যে নৈতিক বাধা ছিল সমাজে, তা অনেকটাই দূরীভূত হলো।

তাহলে তো ভালোই হলো।

উহুঁ! এখানেই শেষ নয়। ১৮৫৪ সালে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডের অর্থনীতি পৃথিবীর সবচেয়ে



https://nagorikpathagar.org

বড় অর্থনীতি হয়ে উঠেছে। এমন সময় চার্লস ডিকেন্স একটা বই লেখেন। নাম 'হার্ড টাইমস'।

চার্লস ডিকেন্স মানে, সেই অলিভার টুইস্ট, ডেভিড কপারফিল্ডের চার্লস ডিকেন্স?

ঠিক ধরেছো। তিনি 'হার্ড টাইমস'-এ একটা কল্পিত নগরের কথা বললেন, যেটা আসলে শিল্প শহর ম্যানচেস্টার। সেই শহরের নাম দিলেন 'কোক টাউন'। একজন নির্মম পুঁজিপতির চরিত্র বানালেন। নাম গ্রাডগ্রাইন্ড, যিনি শ্রমিকদের শোষণ করেন, শিশুদের খনিতে বিপজ্জনক কাজে পাঠান। এভাবেই তিনি মানুষ এবং প্রকৃতির বিনাশ করেন। তাঁর বই থেকে কয়েকটা লাইন বলছি, শোনো—

> It was a town of red brick, or of brick that would have been red if the smoke and ashes had allowed it; but as matters stood, it was a town of unnatural red and black like the painted face of a savage. It was a town of machinery and tall chimneys, out of which interminable serpents of smoke trailed themselves for ever and ever, and never got uncoiled. It had a black canal in it, and a river that ran purple with ill-smelling dye, and vast piles of building full of windows where there was a rattling and a trembling all day long, and where the piston of the steam-engine worked monotonously up



https://nagorikpathagar.org

and down, like the head of an elephant in a state of melancholy madness.

এটি লাল ইটের একটি শহর, আসলে ইটগুলোকে যদি ধোঁয়া ও ছাই তার নিজস্ব রং রাখতে দিতো, তাহলে সেগুলোকে লাল বলা যেত। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে, জংলিরা যেভাবে মুখকে চিত্রিত করে, ঠিক তেমনি এই শহর ছিলো তেমনিভাবে অস্বাভাবিক লাল এবং কালো রং দিয়ে পেইন্ট করা। এই শহর ছিলো যন্ত্রের আর লম্বা চিমনির, যার মধ্যে ধোঁয়ার সাপের মতো অন্তহীন কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়াগুলি চিরকালের জন্য নির্গত হচ্ছিলো; এই ধোঁয়ার পাক কখনোই খুলে সোজা হতো না । এর মধ্যে একটি কালো খাল ছিল, এবং একটি নদী যা দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত বেগুনি রঙের জলধারা বয়ে যেত। বিশাল বিশাল ভবনের শরীর জুড়ে শুধু জানালাই দেখা যেত। যেখানে বাষ্প-ইঞ্জিনের পিস্টন বিরক্তিকরভাবে উন্মত্ত হাতির মাথার মতো একবার উপরে আর একবার নিচে নামছিলো সেখানকার ভবনগুলোর জানালাগুলো সারাদিন বিরামহীন ভাবে কম্পিত হতো।

চার্লস ডিকেন্স দেখালেন, পুঁজিবাদ একটা শয়তানি ব্যবস্থা; যেখানে অসংখ্য মানুষের নির্মম দারিদ্র্যের বিনিময়ে অল্প কিছু ধনী মানুষ উপকৃত হয়। এখানেই শেষ নয়। ১৮৬০ সালে জন রাসকিন আরেকটা পুঁজিবাদের সমালোচনামূলক বই লেখেন। নাম ছিল 'আনটু দ্য লাস্ট'। তিনি দেখালেন পুঁজিবাদ মানুষকে প্রতারিত করে, পরিবেশ ধ্বংস করে। পুঁজিবাদ এমন সব চাহিদা তৈরি করে, যা আদৌ আমাদের প্রয়োজন নেই। রাসকিন আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন তুললেন—টাকা শুধু নৈতিকভাবে আয় করলেই চলবে



https://nagorikpathagar.org

না, এটা নৈতিকভাবে খরচও করতে হবে। এর ছয় বছর পরেই প্রকাশিত হলো কার্ল মার্কসের যুগান্তকারী রচনা 'দাস ক্যাপিটাল'। সেই দাস ক্যাপিটালের প্রথম অধ্যায়ের নাম ছিল 'কমোডিটি ফেটিসিজম'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'পণ্যকাম' বা 'পণ্য মোহবদ্ধতা'।

আমাদের দেশেও তুমি দেখবে দারিদ্র্যকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে। যেমন–

হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান

তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান

কণ্টক-মুকুট শোভা।

ইত্যাদি। কাজী নজরুল ইসলাম দারিদ্র্যকে এভাবেই সেলিব্রেট করেছিলেন, রোমান্টিসাইজ করেছিলেন।

কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে যীশু খ্রিস্টের সম্পর্ক কী?

সম্ভবত এটাই। যীশু বলেছিলেন, 'দ্য পুওর উইল অলওয়েজ বি উইথ আস'—দরিদ্ররা সব সময়ই আমাদের সাথে থাকবে। যদিও আজকের দিনের সেলিব্রেটি লেখিকা জে কে রাওলিং বলেছেন, 'পোভার্টি ইটসেল্ফ ইজ রোমান্টিসাইজড অনলি বাই ফুলস।' শুধু নির্বোধরাই দারিদ্র্যকে রোমান্টিসাইজ করতে পারে। যাই হোক, ক্যাপিটালিজম আর তার সমালোচনার বিষয়গুলোই তাহলে আমরা বুঝে নিলাম, তাই না?

হুঁ! ঠিক।



https://nagorikpathagar.org

কিন্তু ফ্যাসিবাদের আলাপে ফেরার আগে আরো দুইটা বিষয়ে আলাপ করা দরকার। সেটা হচ্ছে—বুর্জোয়া আর বুর্জোয়া গণতন্ত্র কাকে বলে। চলো, সেই আলাপ শুরু করি।



https://nagorikpathagar.org

## বুর্জোয়া গণতন্ত্র কী?

এবার আসো, আমরা গণতন্ত্রের ধারণা নিয়ে কথা বলি। রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে 'গণতন্ত্র' একটি পাশ্চাত্য ধারণা, বিশেষ করে বলতে গেলে ইউরোপীয় ধারণা।

কিন্তু গণতন্ত্র আসলে কী বলে?

গণতন্ত্র মানুষের মুক্তি বা স্বাধীনতার কথা বলে।

তাহলে তো খুব ভালো কথা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভালো দিক যেমন আছে, তেমনি তার সীমাবদ্ধতাও আছে। তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটা তোমার জানা দরকার।

আচ্ছা বলো।

ইউরোপের পুরনো সামন্ত সমাজ যখন ভেঙে পড়তে শুরু করে তখন সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণ বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে।



https://nagorikpathagar.org

সামন্ত ব্যবস্থাটা আবার কী?

সামন্ত ব্যবস্থা হলো জমিদার, ভূস্বামী আর রাজা-বাদশাহরা মিলে যেই ব্যবস্থা চালাতো সেটা। এতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো ভূমি বা জমিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এখন তুমি জমিদার দেখো?

না, দেখি না।

পাশ্চাত্যে সামন্তশ্রেণির হাতে ছিল গায়ে-গতরে খেটেখাওয়া মানুষ, নিপীড়িতশ্রেণি। কিন্তু যারা এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়, তারা ছিল ধনী ও মধ্যবিত্তশ্রেণি। এই মধ্যবিত্ত ও ধনীশ্রেণি যখন মানুষের মুক্তি, সাম্য, আইনের শাসন ইত্যাদির কথা বললো, তখন খেটেখাওয়া নিপীড়িতশ্রেণি উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত হয়ে তাদের নেতৃত্বে সামন্তশ্রেণিকে উৎখাত করতে লড়াইয়ে নামলো।

মানুষের মুক্তি, সাম্য, আইনের শাসন বলতে আসলে কী বুঝায়?

এর মানে হচ্ছে, মানুষ জন্ম থেকেই স্বাধীন; মানুষ কারো গোলামি করে না। অতএব, তাকে অন্য কোনো মানুষ নিজের দাস হিসাবে পরাধীন করে রাখতে পারে না। তুমি দেখো, এডাম স্মিথ 'ওয়েলথ অব নেশনস' লিখছেন ১৭৭৬-এ; যেখানে বলছেন, দাস ব্যবস্থা ইনেফিসিয়েন্ট আর ১৭৮৯-এ হচ্ছে ফরাসি বিপ্লব; যেখানে বলা হচ্ছে, মানুষকে অন্য মানুষ দাস বানাতে পারবে না।

তার মানে সেই চিন্তাই বাস্তবে একটা রূপ নিচ্ছে।



https://nagorikpathagar.org

হুঁ! এবার বুঝতে পারছো তো পুঁজিবাদ কীভাবে তার মতাদর্শ তৈরি করে?

হ্যাঁ, এবার মিলছে।



https://nagorikpathagar.org

## 'বুর্জোয়া' বলতে কী বোঝায়?

বামপন্থি সব আলোচনাতেই তুমি এই 'বুর্জোয়া' শব্দটা দেখবে।

হ্যাঁ, শব্দটা শুনলেই গালি মনে হয়।

কারণ বামপন্থিরা জানে এই শ্রেণির বিরুদ্ধেই শ্রমিকশ্রেণি বা বামপন্থিদের ভাষায় যাকে 'প্রলেতারিয়েত' বলা হয়, তাদের লড়ে বিপ্লব করতে হবে। তাহলে প্রলেতারিয়েত মানেটাও জেনে গেলে।

হুঁ! জানলাম।

'বুর্জোয়া' বলতে আমরা ধনী বা বড়লোক বুঝি। বুর্জোয়া শব্দটা দিয়ে সমাজের শোষকশ্রেণিকে বোঝানো হয়। সরলভাবে বললে বোঝায়, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম বোঝানোর জন্যই বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সর্বহারার লড়াই কথাটা বলা হয়।

যদি 'বুর্জোয়া' মানে ধনিকশ্রেণি আর 'প্রলেতারিয়েত' মানে শ্রমিক হয়, তাহলে সেভাবে বললেই তো সহজ হয়, আলাদা



https://nagorikpathagar.org

করে দাঁতভাঙা শব্দ দিয়ে এটা প্রকাশ করার দরকার কী?

এঙ্গেলস ১৮৮৮ সালে কমিউনিস্ট ইশতেহারের ইংরেজি সংস্করণে শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছিলেন— 'বুর্জোয়া বলতে আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণিকে বোঝায়, যারা সামাজিক উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিক এবং মজুরি-শ্রমের নিয়োগকর্তা। প্রলেতারিয়েত হলো আজকালকার মজুরি-শ্রমিকেরা, উৎপাদনের উপায় নিজেদের হাতে না থাকার দরুন যারা বেঁচে থাকার জন্য স্বীয় শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য হয়।'

এঙ্গেলসের এই ব্যাখ্যা যদি মূলত গ্রহণ করতে হয়, তাহলে এঙ্গেলস নিজেও বুর্জোয়া। কারণ তার বিশাল সুতোর কারখানা ছিল। আর আমাদের দেশের দুর্বৃত্ত পরিবহন শ্রমিকেরাও প্রলেতারিয়েত।

হুঁ! তাই তো।

কিন্তু আমরা এঙ্গেলসকে দিয়েই জানি ব্যক্তিগত জীবনে একজন সম্পদশালী মানুষও কমিউনিস্ট চিন্তা-চেতনা ধারণ করতে পারেন। আবার অন্যদিকে গরিবও হতে পারে লোভী ও লুম্পেন। গরিবের রাজনৈতিক ভূমিকা হতে পারে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থের ঘোরতর বিরোধী।

ঠিক।

তাহলে ধনী মানেই বুর্জোয়া বলে ধরে নিলে আমরা জমিদারকেও বুর্জোয়া বলতাম। কিন্তু সেটা তো আমরা বলি না। বলাটা সঙ্গতও নয়। জমিদারও তো শোষণ করে, তাই



https://nagorikpathagar.org

না?

তাহলে বুর্জোয়া ধারণাটার মধ্যে কোন বিষয়টা আছে, যা টাকা-পয়সা বা কারখানার মালিক হবার চাইতেও বেশি কিছু?

শ্রমিক তার নিজের শ্রমশক্তি নিজে বিক্রি করে। তাই তো বুর্জোয়া তাকে শোষণ করতে পারে। তাই না? তাহলে শ্রমিক তো দাস নয়, সে বাধ্য নয় শ্রম বিক্রি করতে। তাহলে সে নিজেকে শোষণ করতে দেয় কেন? আবার আমরা জানি, শ্রমিক শ্রম বিক্রি না করলে বাঁচতে পারে না। তাহলে দাসের সঙ্গে শ্রমিকের পার্থক্য কী?

কী পার্থক্য?

দাস জানে সে দাসত্বে বাঁধা। কিন্তু শ্রমিক জানে না এটাও এক ধরনের নতুন দাসত্ব। 'মজুরি দাসত্ব', কিন্তু এটাকে সে দাসত্ব বলে বুঝতে পারে না। সে নিজেকে মুক্ত স্বাধীন বলে মনে করে। তার মাঝে মুক্ত মানুষের বিভ্রম তৈরি করে বুর্জোয়া। ধনী মানুষ দরিদ্রকে শোষণ করে বেঁধে, শোষিত বুঝতে পারে সে বাঁধা আছে। আর বুর্জোয়া শোষণ করে ভুলিয়ে, যাকে শোষণ করে, সে বুঝতে পারে না তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তার 'শেষের কবিতা'য় একটা কথা খুব চমৎকারভাবে বলেছেন। সেখান থেকে তুমি এটার পার্থক্য বুঝতে পারবে।

'যে পক্ষের দখলে শিকল আছে, সে শিকল দিয়েই পাখিকে



https://nagorikpathagar.org

বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার, সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না; আফিমওয়ালি বাঁধেও বটে, ভোলায়ও।'

হা হা হা, বেশ বলেছ। এটা ভুলবো না আশা করি।



https://nagorikpathagar.org

## আবারো ফ্যাসিবাদ

এবার তাহলে কী?

যেটা ছেড়ে এসেছিলাম সেটা। মনে আছে তো? আমরা ফ্যাসিবাদ নিয়ে আলাপ করছিলাম। এবার আমরা জাতির ধারণা ও আধুনিকতা নিয়ে আলাপ করবো ফ্যাসিবাদ নিয়ে আলাপের সাথে সাথে।

আচ্ছা।

আধুনিকায়ন এই ব্যবস্থার মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণির ভাষা, সংস্কৃতি, জাতীয়তা কিংবা ধর্মীয় আত্মপরিচয় তৈরি করে। এর মধ্য দিয়ে 'জাতি' নামের একটা ধারণা নির্মাণের চেষ্টা করে।

জাতি ধারণা নির্মাণ তাহলে আধুনিকতার সাথে যুক্ত?

ঠিক তাই। এই জাতিবাদ নির্মাণের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদ তৈরির সম্ভাবনাও তৈরি করে।

কীভাবে?



https://nagorikpathagar.org

পুঁজিবাদে কখনো কখনো অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয় অনিবার্যভাবে। এই সংকট অনেক সময় খুব গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তখন পুঁজিপতিশ্রেণি সংকট সামাল দিতে ব্যর্থ হলে সামনে এগিয়ে আসে মধ্যবিত্তশ্রেণি। এরাই পুঁজিপতিদের লাঠিয়াল হয়ে খেটেখাওয়া মানুষের প্রতিবাদ দমনের কাজে নামে। সমাজের শ্রেণি-

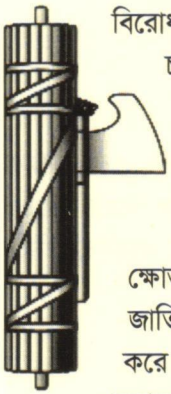

বিরোধকে সামাল দেবার জন্য নানান মতাদর্শ ও চটকদার স্লোগান দিয়ে সমাজে নিজেদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করে। সমাজের শ্রেণি-বিরোধ ধনীদের বিরুদ্ধে গরিব কৃষক, শ্রমিক ও খেটেখাওয়া মানুষের ঘৃণা ও ক্ষোভকে দমন করবার জন্য কেউ দেশপ্রেম ও জাতিবাদকে উগ্র করে তোলে। কেউ ব্যবহার করে ধর্ম ও ধর্মীয় পরিচয়কে। কেউ দাবি করে সমাজের আর্থসামাজিক সংকটের মীমাংসা নিজ মতাদর্শ কায়েমের মধ্যে নিহিত। সেই মতাদর্শ উগ্র জাতীয়তাবাদী কিংবা উগ্র ধর্মবাদী মতাদর্শ হতে পারে।

তাহলে মূল কোন বিষয়টা বুঝলে ফ্যাসিবাদকে চেনা যাবে?

নাগরিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষয় সেই ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদকে চেনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হতে পারে। মনে রাখবে, ফ্যাসিবাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী উগ্রতা অনিবার্য। পরিণতিতে রাষ্ট্রেরও ফ্যাসিবাদী রূপান্তর ঘটে।

তাহলে শুধু জাতীয়তাবাদী বয়ানই ফ্যাসিবাদের জন্ম দিতে



https://nagorikpathagar.org

পারে?

জাতিবাদী বা ধর্মীয় যে কোনো বয়ানের রূপ নিয়েই ফ্যাসিবাদ জন্ম দিতে পারে এবং রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। মনে রেখো, জাতিবাদী বয়ানসহ সকল পরিচয়বাদী বয়ান মাত্রই সাম্প্রদায়িক বিভেদাত্মক বয়ান।

ফ্যাসিবাদ কোথায় কোথায় ছিল?

ইতালিই প্রথম দেশ যেখানে 'ফ্যাসিস্ট' বলে একটা রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করেছিল। ইতালিয়ান শব্দ Fascio-এর মানে জ্বালানি কাঠের বান্ডিল। এই বান্ডিল বাঁধা জ্বালানি কাঠগুলোকে চাইলেই ভেঙে ফেলা যায় না। তাই এই শব্দ দিয়ে বামপন্থিরা সংঘবদ্ধতা বোঝাতো। সেই শব্দটা ফ্যাসিস্টরা বামপন্থিদের কাছ থেকেই হাইজ্যাক করে। বলা যেতে পারে, ইতালিয়ান ভাষার ফ্যাসিস্টের অর্থ হচ্ছে—সুসংগঠিত একগুচ্ছ মানুষ। জার্মান দার্শনিক নিটশে বলেছিলেন, সুসংগঠিত সংখ্যালঘুরাও অসংগঠিত সংখ্যাগুরুদের পরাস্ত করতে পারে।

পৃথিবীতে ক্লাসিক্যাল চারটি ফ্যাসিস্ট শাসন এসেছিল। ইতালিয়ান, জার্মান, স্প্যানিশ ও জাপানিজ। এই দেশগুলোতে ফ্যাসিস্ট আদর্শ নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় ফ্যাসিস্টরা শাসন করেছিল।

এর বাইরে কি ফ্যাসিস্ট শাসনের ইতিহাস নেই? আছে অবশ্যই।



https://nagorikpathagar.org

ফ্যাসিবাদের বিপদ এখনো বর্তমান। নানা দেশেই নানা রূপে ফ্যাসিস্ট ভাবাদর্শ এখনো সমানভাবেই রাজত্ব করে যাচ্ছে। যেই চারটি ক্লাসিক ফ্যাসিস্ট শাসনের কথা উল্লেখ করলাম প্রথমে সেইগুলোর ধরন একটা থেকে আরেকটা আলাদা। যেমন ধরো, শুরুর সময়ে ইতালিয়ান ফ্যাসিবাদ ইহুদি-বিরোধী ছিল না। বরং এলিট ইতালিয়ান ইহুদিরা ফ্যাসিবাদের উৎসাহী কর্মী আর সমর্থকই ছিলেন।

ফ্যাসিবাদে এমন একটা কল্পিত শত্রু তৈরি করা হয়, যার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে তাকেই সমস্ত সমস্যার মূল বলে দাবি করা হয়। বলা হয়, এরা দেশে বসবাস করার উপযোগী নয়। এদের তাড়িয়ে দিতে পারলেই বা নিশ্চিহ্ন করতে পারলেই দেশের মঙ্গল।

ইংরেজিতে বলা হয়, ফ্যাসিবাদের একটা 'স্কেপ গোট' বা 'বলির পাঠা' লাগে। অর্থাৎ মানুষের মঙ্গলের জন্য এমন একটা নিরীহ প্রাণীকে জীবন দিতে হয়। ফ্যাসিবাদ এমন একটা বলির পাঠা বা ছাগল উৎপাদন করে, যাদের মানবিক মুখচ্ছবি মুছে দেয়া হয়; যাদেরকে আর মানুষ বলে মনে করা হয় না।

ফ্যাসিবাদের জন্য এই বলির ছাগল উৎপাদনের একটা ইতিহাস আছে। ১৮৯৪ সালে আলফ্রেড ড্রেফুস নামে একজন ফরাসি সামরিক অফিসার গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধরা পড়ে। যে এভিডেন্স ড্রেফুসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটা ছিল ফেইক বা বানানো। পাঁচ বছর পরেই ড্রেফুস নির্দোষ প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই নিয়ে ফরাসি সমাজ



https://nagorikpathagar.org

দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। বারো বছর ধরে রাজপথে রক্তাক্ত সংঘাত চললো। রক্ষণশীলদের কাছে ইহুদি ড্রেফুস লিবারেল ভাবাদর্শের প্রতীক হয়ে উঠলো যে কিনা সমাজ থেকে খ্রিস্টান মতাদর্শকে দূর করে দেবে। ড্রেফুসের কেইস নিয়ে এমিল জোলা একটা খোলা চিঠি লিখেছিলেন, সেই বিখ্যাত চিঠির শিরোনাম ছিল 'দ্যা কুজ' বা ইংরেজিতে 'আই একিউজ'।

ড্রেফুস বলেছিলেন, আমাকে যেন একটা বলির পাঠার প্রতীকে রূপান্তরিত করা হলো, যে আর কোনোভাবেই মানুষ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল না।

ইতিহাসবিদেরা ড্রেফুসের কেইসটাকে হিটলারের ফ্যাসিবাদের ড্রেস রিহার্সাল হিসেবে চিহ্নিত করেন। কারণ এর পরেই ফরাসি সমাজে এবং ইউরোপে ব্যাপকভাবে ইহুদিবিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ১৯০৫ সালে 'ইউনিয়ন অব রাশান পিপল' নামের সংগঠন ইহুদিদের শারীরিকভাবে নির্মূল করে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করে।

আচ্ছা বুঝলাম। তাহলে আমরা আবার আগের আলোচনায় ফিরি?

হুঁ! কোথা থেকে যেন ফ্যাসিবাদের আলোচনা শুরু করেছিলাম?

এনলাইটেনমেন্ট থেকে। ওখানে কিছু আলাপ বাকি আছে।

আচ্ছা, তাহলে আবার সেই আলাপ শুরু হবে। তবে আজকে নয়, আবার কালকে।



https://nagorikpathagar.org

## এনলাইটেনমেন্টের বাকি আলাপ

শুরু করো এবার বাকি আলাপ।

আচ্ছা এনলাইটেনমেন্টের বাংলা কি জানো?

না তো। কী এর বাংলা?

কেউ কেউ বলেন আলোকায়ন। এটা আমার ভালো লাগে না। আরেকটা বাংলা আছে, সেটা হচ্ছে 'জ্যোতির্ময়কাল'। এটা আমার পছন্দ।

হ্যাঁ, এটা ভালো বাংলা। বেশ হয়েছে 'জ্যোতির্ময়কাল'।

এনলাইটেনমেন্ট প্রকল্পের মুখ্য দিক হচ্ছে যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করা। যুক্তি মানে লজিক বা র‍্যাশনালিটি। এমনকি মানুষের অনুভব, আবেগ, অনুভূতি, সত্তা, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে সে কেবল যুক্তির নিরিখে বিচার করে বসে। আমরা এটা আগেও আলাপ করেছি তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই। মানুষের ভালোবাসা বাৎসল্যকে দেখা হয় কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হিসেবে। এমনকি প্রেমকেও কোনো গ্লান্ডের রস নিঃসরণ হিসেবে। হতাশা, সুখ আর আনন্দকেও



https://nagorikpathagar.org

দেখা হয় কেমিক্যাল ভারসাম্য হিসেবে। আধুনিকতার কাছে যুক্তিই শেষ কথা। যুক্তির বিচারে যে উত্তীর্ণ হতে পারবে না, সে পরাজিত এবং তা পরিত্যাগযোগ্য। যুক্তির সর্বস্বতা অথবা এই একচ্ছত্র আধিপত্যকে খুব মনোহর মনে হয়। পৃথিবীর চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল এই নতুন চিন্তার দর্শনে। অথচ শেষ বিচারে মানবিক সম্পর্ক নন-লজিক্যাল বা বিয়ন্ড লজিক্যাল; যাকে বলা যেতে পারে যুক্তির সীমানার বাইরের বিষয়।

যুক্তিই আধুনিকতার চিন্তা ও সংস্কৃতির একমাত্র মানদণ্ড। বাকিরা যারা এই মানদণ্ডে আধুনিক বলে সার্টিফিকেট পায় না, তাদেরকে বলা হয় অসভ্য, বর্বর ও পশ্চাৎপদ।

যুক্তির সমস্যাটা ঠিক বুঝলাম না।

আচ্ছা এবার আসো, আধুনিকতার এই যুক্তির জগৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটা দেখি। আমাদের যেই দৃশ্যমান জগৎ, সেই জগতের যে অংশ ফিজিক্যাল বা বস্তুগত সেখানে যুক্তি দারুণ কাজ করে। যেমন ধরো, আমি ১০০ মাইল গতিতে গেলে কখন ঢাকা থেকে বগুড়া পৌঁছাবো, যেতে কত টাকার তেল লাগবে—এসব ব্যবহারিক বিষয় তুমি লজিক বা যুক্তি দিয়ে খুব ভালো মূল্যায়ন করতে পারবে। কিন্তু মানুষ আর মানবিক সম্পর্কগুলোকে যুক্তি দিয়ে বিচার করা চলে না। মানুষের মনে কোন ঘটনা, কোন কথা, কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে—সেটা যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না।



https://nagorikpathagar.org

যেমন?

একটা ছোট উদাহরণ দিই। ধরো, তোমার গোঁফ আছে; তোমার মা বললেন, 'এই গোঁফ ভালো লাগে না, কেটে আয়।' তোমার গোঁফটা দারুণ পছন্দ আর তোমাকে গোঁফে দারুণ মানায়—এটা অসংখ্য বার মেয়েবন্ধুরা তোমাকে বলেছে।

এখন এই পরিস্থিতিতে তুমি কী করবে? শেষে তুমি যেকোনো পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিতে পারো। সেটা মায়ের পক্ষে বা প্রেমিকার পক্ষে অথবা স্বার্থপরভাবে নিজের পক্ষে। কোন দিকে যাবে সেটা নিয়ে খুব কিছু বলার নেই। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত যুক্তি দিয়ে হবে না, সম্পর্ক বা সম্পর্কের গুরুত্ব দিয়ে টানতে হবে। এটাই মূল কথা।

এ কারণেই আধুনিক পশ্চিম বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে গ্লানিতে ভোগে না। সংসার টিকিয়ে রাখতে পারে না, বাচ্চাকে বাসায় রাখতে পারে না, বন্ধু বানাতে পারে না, সমাজ বানাতে পারে না, কোনো পরমের আকাঙ্ক্ষা নেই। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বিষয়টাকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শুধু নিজের বানানো যুক্তির খাঁচায় এক নিঃসঙ্গ বন্দি, যেই বন্দি জীবনের আর কোনো লক্ষ্য নেই, শুধু নিজে ভোগ করে খুশি হওয়া ছাড়া। দুঃখজনকভাবে এই যুক্তির খাঁচায় সুখ মনে করে মানুষ আটকে যায়। বোঝা গেল?

হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম।



https://nagorikpathagar.org

আধুনিকতার সাথে যুক্ত সমস্ত বিষয় আলোচনা হলো, যেন আধুনিকতা ফেনমেননটা বুঝতে পারো ঠিকভাবে। কিন্তু আধুনিকতার পাঠ কিন্তু শেষ হয়নি। সেটা শেষ না হলে আমরা পোস্ট মডার্নিজমে ঢুকতে পারবো না।

আচ্ছা সেটা শুরু হোক।

উহুঁ! আজ আর নয় কাল রাতে আবার হবে আলাপ। এই পর্যন্ত যা যা আলাপ হলো তুমি সেটা ঝালিয়ে নাও। কিছু নোট রাখো। নিজে নিজে বলতে শুরু করো। যেটা মনে হচ্ছে বুঝতে পারছো না সেটা নিয়ে কাল আবার আলাপ করো। ঠিক আছে?

একদম ঠিক।



https://nagorikpathagar.org

## আধুনিকতার আরো পাঠ

পরদিন রাতে আবার পুত্র এলো। সে যথারীতি নোট করেছে। বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছে।

তাহলে আবার শুরু করো। আজকে তো নতুন করে আধুনিকতা শুরু করার কথা ছিল। তাই না?

হ্যাঁ, মনে আছে তাহলে। আধুনিকতা এসে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ ছাড়া আর সব কিছুই বাতিল করে দিল। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরিত অভ্যাস, স্পিরিচুয়ালিটি, মিথ, মানবিক সম্পর্ক—এসব কিছুকেই অগ্রহণযোগ্য করে তুললো। নতুন মূল্যবোধ তৈরি হলো। মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ের বদলে এলো জাতি পরিচয়। আধ্যাত্মিকতার বদলে এলো দেশপ্রেম। প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। রাষ্ট্র নামে একটা কেন্দ্রীভূত আর সংগঠিত-কাঠামোবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো যা সবকিছুর নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ালো। প্রি-মডার্ন সম্পর্কগুলোকে কার্ল মার্কস বলেছেন 'প্রকৃতি শোভন' সম্পর্ক।



https://nagorikpathagar.org

প্রকৃতি শোভন সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়?

যেই সম্পর্ক প্রাকৃতিকভাবে শোভন। এটা নিয়ে কার্ল মার্কস কী বলেছেন জানো?

কী বলেছেন?

তিনি কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে আধুনিকতাকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন, 'বুর্জোয়াশ্রেণির যখনই ক্ষমতা হয়েছে তখনই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি শোভন সম্পর্ক খতম করে দিয়েছে। যেসব বিচিত্র সম্পর্কে মানুষ বাঁধা ছিল তার উপরওয়ালাদের কাছে, তা তারা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের নগ্ন স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার নগদ দেনা-পাওনা সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই এরা অবশিষ্ট রাখেনি। আত্মসর্বস্ব হিসাব-নিকাশের ঠান্ডা জলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ ও কূপমণ্ডুক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তিমূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময়মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থলে এরা এনে খাড়া করেছে ওই একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা—অবাধ বাণিজ্য। মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়াশ্রেণি তাঁদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে...।'

আচ্ছা।

আধুনিকতা এমন একটা সমন্বিত প্রকল্প, যা যুক্তি, ব্যক্তি আর বিজ্ঞান দিয়ে নতুন প্রগতির পথে চলে। এই



https://nagorikpathagar.org

আধুনিকতার কালেই ধর্মের প্রভাব কমে নাস্তিকতা ফ্যাশন হয়ে উঠলো।

নাস্তিকতা তো আগেও ছিল।

হুঁ! ছিল। কিন্তু আধুনিকতার কালেই তা ব্যাপক হয়ে উঠলো। আধুনিকতার আরেকটা উপাদান হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ইনডিভিজুয়ালিজম।

মানে কী?

মানে হচ্ছে ব্যক্তিই প্রধান। আধুনিকতা-পূর্ব সময়ে মানুষ ছিল সমাজের অধীন। সমাজের ইচ্ছাই ছিল প্রধান। সে ছিল সমাজের অনুগত। এখন আধুনিকতার কালে মানুষ সমাজের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন এবং সার্বভৌম মানুষ হিসেবে উত্থিত হলো। সে নিজেই নিজের দায়িত্ব নিলো।

এটাই তো ভালো।

দেখো, সমাজের বিষয়ে এভাবে ভালো বা মন্দ হিসাব করা মুশকিল। ইনডিভিজুয়ালিজমের ভালো দিক তো কিছু আছেই। কিন্তু এটার কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে।

নিশ্চয় তুমি এবার ইনডিভিজুয়ালিজমে প্রবেশ করতে চাচ্ছ?

ঠিক ধরেছো। তবে আজ নয়।



https://nagorikpathagar.org

## ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা ইনডিভিজুয়ালিজম

তোমাকে একটা বিখ্যাত উপন্যাসের নাম বলি। 'রবিনসন ক্রুসো' বইটা তো পড়েছো। বইটা পড়ে ইনডিভিজুয়ালিজম সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।

পড়েছি, কিন্তু কীভাবে এখান থেকে ইনডিভিজুয়ালিজম বোঝা যাবে?

'রবিনসন ক্রুসো' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৭১৯ সালে। যেখানে দেখানো হয় একজন একাকী মানুষ একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে কীভাবে বেঁচে থাকে। এই উপন্যাসটা মডার্নিজমের একটা পলিটিক্যাল প্রজেক্ট। সেই সময়ের যে মডার্নিজম আসছে, ব্যক্তি মানুষের জয়গান গাওয়া শুরু হয়েছে, সামাজিক মানুষ থেকে ব্যক্তি মানুষের উদ্ভব হচ্ছে।

সামাজিক মানুষ আর ব্যক্তি মানুষ—এই বিষয়টা বুঝলাম না।

মানুষ একটি সামাজিক সত্তা। অসংখ্য মানুষের সাথে বিনিময়ের সম্পর্কে সম্পর্কিত না থাকতে পারলে তার



https://nagorikpathagar.org

অস্তিত্বই অসম্ভব।

কীভাবে?

ধরো, তোমার প্রত্যেক দিন বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার, সেটা কি তুমি একা উৎপাদন করো? তুমি একা রাস্তা বানাও? তুমি একা তোমার খাবার বানাও? তুমি যেই চেয়ারে বসে আছো সেটা কি তুমি বানিয়েছ?

না, আমি বানাইনি।

ওই চেয়ারটা কি একজন মানুষ বানিয়েছে?

না, অনেকে মিলে বানিয়েছে।

আসলেই তাই। গাছ লাগানো থেকে শুরু করে চেয়ার বানানো পর্যন্ত এতো অসংখ্য মানুষ এটার সাথে যুক্ত ছিল যে সংখ্যাটা অবিশ্বাস্য। এজন্যই বামপন্থিরা বলে 'উৎপাদন সব সময়েই সামাজিক'।

আচ্ছা।

কিন্তু পুঁজিবাদে ভোগ ব্যক্তিগত। ব্যক্তিই ভোগ ও বিনিময়ের কর্তা।

আচ্ছা।

ভোগ আর বিনিময় যদি সামাজিক হতো তাহলে মানুষের আকাঙ্ক্ষার একটা সীমা থাকতো। ব্যক্তির ভোগের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন, তাই ব্যক্তিকে সমাজ থেকে আলাদা সত্তা না করলে মডার্নিজম দাঁড়াতে পারে না। তাই মডার্নিজমের



https://nagorikpathagar.org

দেখানোর প্রয়োজন হয়েছিল এমন এক সত্তার, যা কোনো সামাজিক বিনিময়ের মধ্যে না থেকেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। জন্ম নিলো রবিনসন ক্রুসো। এই ক্রুসোই মডার্ন মানুষ, যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিবাদের বর্ম পরে ঘুরে বেড়ায় এবং তার ব্যক্তিতন্ত্রের নিজস্ব দ্বীপ তৈরি করে। সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে একক ব্যক্তির দ্বীপের বিভ্রম তৈরি করে জীবনযাপন করাকেই সে মুক্তি বলে ধরে নেয়।

সমাজ আর প্রকৃতির সাথে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে রুশো মনে করেছিলেন শৃংখল। সেই মনে করা শৃংখল ছিঁড়েই জন্ম নিল ব্যক্তি মানুষ, স্বার্থপর মানুষ। এরপরে যা হলো তা ইতিহাস। সেই ব্যক্তি মানুষ তার স্বার্থের শৃংখলে বেঁধে ফেললো অন্য মানুষ আর প্রকৃতিকে। ধ্বংস করে দিল সমাজ নামের মানুষের অনন্য প্রতিষ্ঠানকে। ধ্বংস করলো প্রকৃতিও। সে বুঝতেও পারলো না সমস্যাটা সে কোথায় তৈরি করেছে। সে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করছে। সে তো আর কিছুরই অংশ নয়। সে তো ভোগী মানুষ, সে তো বিচ্ছিন্ন মানুষ। তার তো আর কাউকে দরকার নেই বেঁচে থাকার জন্য। না মানুষকে দরকার, না প্রকৃতিকে দরকার।

আধুনিকতার সাথে তাহলে ব্যক্তিবাদের সম্পর্ক আছে?

ঠিক তাই। এই মডার্নিজমের অনিবার্য অনুষঙ্গ 'ব্যক্তি' বা ইনডিভিজুয়াল।

কিন্তু এর আগে কি ব্যক্তি ছিল না?

হ্যাঁ ছিল। কিন্তু ব্যক্তিবাদ ছিল না। যেই ব্যক্তি ছিল, সে



https://nagorikpathagar.org

সমাজের অধীন ছিল। ব্যক্তির স্বাধীন স্বীকৃত অস্তিত্ব ছিল না।

যেমন? আরো একটু বুঝিয়ে বলো।

আচ্ছা। একটা উদাহরণ দেয়া যাক, যেমন—কৃষির কর দেয়া হতো গ্রামভিত্তিক। মানে একটা গ্রামের সবাই একসাথে রাজাকে কর দিত। আলাদা করে ব্যক্তি কর দিত না। রাজ্যের সম্পর্ক ছিল কমিউনিটির সাথে। পুত্র অপরাধ করলে আমরা বাবাকে ধরতাম, তার পরিবারকে ধরতাম। বলতাম, এই বাড়ির ছেলে হয়ে তুই এই আকাম করলি কীভাবে? অথবা বলতাম, তুই না এই গ্রামের ছেলে? লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যেত। এখন তুমি আর এমনটা দেখতে পাবে না। পুত্রের অপরাধের দায় পিতার নয়, গ্রামের মানুষের নয়। পুত্র বা গ্রামের ছেলে ব্যক্তি হিসেবে তার দায় নেয়। ব্যক্তিই শাস্তি পাবে, সমাজ নয়। সমাজের কারো মাথা কাটা যাওয়ার ভয় নেই।

সমাজের এই অধীন মানুষকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কারণে লোভী আর স্বার্থপর বানানো কঠিন। লোভী আর স্বার্থপর মানুষ ছাড়া পুঁজিবাদ অচল। মুরুব্বীকে দেখে সিগারেট লুকালে সিগারেট কোম্পানির ব্যবসা হবে কীভাবে? তাই সে সমস্ত নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে ব্যক্তি নামের এই ধারণা তৈরি করে। সেখানে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাই সর্বোচ্চ।

তাহলে এই ব্যক্তিকে তো একটা রাজ্য তার পুরনো কাঠামো দিয়ে ধারণ করতে পারে না। তার সাথে আলাদা



https://nagorikpathagar.org

চুক্তি দরকার। এই চুক্তিই রাষ্ট্র। রাজ্য আর রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক মিল থাকতে পারে। কিন্তু মূল যেই অমিল সেটা হচ্ছে 'ব্যক্তি' নামের প্রপঞ্চ থাকা আর না থাকা।

আচ্ছা, মডার্নিজম আমাদের মধ্যে আর কী কী ধারণা ঢুকিয়েছে?

যেমন ধরো, 'প্রেম' ধারণাটা আধুনিকতার অবদান। নারী-পুরুষের আকর্ষণ সব সময়েই ছিল। কিন্তু সমাজে পুঁজিবাদের উত্থানের শর্ত তৈরি হওয়ার আগে প্রেম ছিল না।

কিন্তু আমরা তো প্রাচীন প্রেমকাহিনী দেখি বা পড়ি।

সেখানে আমাদের আধুনিক মনকে প্রাচীনকালে আরোপ করে সেই প্রাচীন কাহিনীকে প্রেম বলে আখ্যা দিই। তাই সেগুলোকে আমাদের প্রেমকাহিনী বলে মনে হয়।

আচ্ছা।

প্রেমের জন্য যেটা পূর্বশর্ত সেটা হচ্ছে ইনডিভিজুয়ালিজম বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ইতিহাসে এই ব্যক্তির উত্থানই প্রেমের শর্ত তৈরি করেছে। ধর্মে আধুনিক অর্থে ইনডিভিজুয়ালের কোনো স্থান নেই। সেই কারণেই থিওলজিতে বা ধর্মতত্ত্বে প্রেম নেই। থিওলজিতে সে সমগ্রের অংশ হিসেবে নিজেকে দেখে। নিজের সাথে নিজের প্রেম হয় না। প্রেমের জন্য একটা অন্য সত্তা লাগে। নিজেকে সমগ্র থেকে আলাদা ভাবতে না পারলে তাই ইতিহাসে ব্যক্তির উত্থান হয় না।

অনেক ধর্মের ধারা তো ঈশ্বরকেও প্রেমাস্পদ বলে মনে



https://nagorikpathagar.org

করে।

হুঁ! ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদ বলে যখন থিওলজির কোনো ধারা ভাবতে থাকে, যেমন—সুফিদের প্রেম বা চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেম, তখন বুঝতে হবে সেই সমাজে ইনডিভিজুয়ালের উত্থানের শর্ত তৈরি হয়েছে। কিন্তু এতক্ষণে আমাদের আবার আধুনিকতায় ফেরার সময় হয়েছে।

তবে এখন নয়, পরের বার।



https://nagorikpathagar.org

## আবার আধুনিকতা

আচ্ছা। রবীন্দ্রনাথ কি আধুনিক ছিলেন?

হা হা হা হা! খুব জটিল প্রশ্ন করেছ। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ছিলেন কিনা সেটার উত্তর দেয়ার চেয়ে তোমাকে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতাকে কী বলে সংজ্ঞায়িত করতেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী? আমি বলবো, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা।' তুমিই বলো, আধুনিকতা বিষয়টা কি রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন?

আমার তো মনে হচ্ছে এতক্ষণ যা আলাপ হলো আধুনিকতা নিয়ে, তাতে তো রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতা বিষয়টা কী সেই ধারণাটাই বুঝতেন না।

হা হা হা হা! আচ্ছা, তাহলে আবার আলাপে ফিরে আসি। আধুনিকতার জয়জয়কার শুরু হলো। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি নতুন নতুন দেশ-মহাদেশ আবিষ্কার করলো। যন্ত্রসভ্যতা মানুষের জীবনে আনলো প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধি। আবিষ্কৃত



https://nagorikpathagar.org

হলো বিমান, সাবমেরিন। যেই সব অঞ্চল মানুষের অগম্য-অজানা ছিল, তার সমস্ত রহস্য তার কাছে উন্মোচিত হতে শুরু করলো। পাতাল থেকে অন্তরীক্ষে প্রবল বিজয়ে মানুষ নিজেকে অজেয় ভাবতে শুরু করলো। তারপরেই হলো বিপদ!

কী বিপদ?

প্রথমে হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তার কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টা আরো বেশি ধ্বংসাত্মক। যে ইউরোপে এনলাইটেনমেন্ট এলো, মানুষ যেখানে এক নতুন মুক্তির চিন্তার দেখা পেলো, সেখানেই উদ্ভব হলো নির্মম ফ্যাসিবাদের, যেই ফ্যাসিবাদে ষাট লক্ষ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মারা হলো জাতিগত শুদ্ধতার নামে। মানুষের জীবনের প্রতি যে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকার কথা, সেটা ফ্যাসিবাদের ছিল না। তৈরি হলো পারমাণবিক বোমা। হিরোশিমা আর নাগাসাকি চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সেই বোমার আঘাতে। এর ব্যাপক ধ্বংসলীলা দেখে মানুষ প্রথমে বুঝলো যেই আধুনিকতা তাকে বিপুল প্রগতি দিয়েছে, সেটাই তাকে একেবারে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

এই সময়ে যারা খুব সরলভাবে বললো, না এটা ঠিক না, আধুনিকতা মানেই সীমাহীন প্রগতি নয়—যারা এটা বললো, তারাই পোস্ট মডার্ন।



https://nagorikpathagar.org

## পোস্ট মডার্ন ধারণা

**তাহলে আমরা আবার শুরুতে ফিরতে পারলাম?**

হ্যাঁ ফিরেছি। রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শুরু করি আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ পোস্ট মডার্নিস্টদের মতো আধুনিকতার সমস্যাটা বুঝতে পেরেছিলেন। আধুনিকতার সমস্যা না বলে আধুনিক ইউরোপের সমস্যা বলা ভালো। 'সাহিত্যে আধুনিকতা' শিরোনামে তাঁর একটা প্রবন্ধ আছে। সেখানে তিনি লিখেছিলেন—

> 'রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন আমরা ইউরোপকে জনসাধারণের মুক্তিসাধনার তপোভূমি বলেই জানতুম—অকস্মাৎ দেখতে পাই, সমস্ত যাচ্ছে বিপর্যস্ত হয়ে। সেখানে দেশে দেশে জনসাধারণের কণ্ঠে ও হাতে-পায়ে শিকল দৃঢ় হয়ে উঠছে। হিংস্রতায় যাদের কোনো কুণ্ঠা নেই, তারাই রাষ্ট্রনেতা। এর মূলে আছে ভীরুতা, যে ভীরুতা বিষয়বুদ্ধির। ভয়, পাছে ধনের প্রতিযোগিতায় বাধা পড়ে, পাছে অর্থভাণ্ডারে এমন ছিদ্র দেখা দেয়, যার মধ্য দিয়ে ক্ষতির দুর্গ্রহ আপন প্রবেশপথ প্রশস্ত করতে পারে। এজন্যে বড় বড় শক্তিমান পাহারাওয়ালাদের কাছে দেশের লোক আপন স্বাধীনতা, আপন আত্মসম্মান বিকিয়ে দিতে



https://nagorikpathagar.org

প্রস্তুত আছে। এমনকি, স্বজাতির চিরাগত সংস্কৃতিকে খর্ব হতে দেখেও শাসনতন্ত্রের বর্বরতাকে শিরোধার্য করে নিয়েছে। বৈশ্যযুগের এই ভীরুতাই মানুষের আভিজাত্য নষ্ট করে দেয়, তার ইতরতার লক্ষণ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।'

কবি-সাহিত্যিকরাই কি আগে বুঝতে পেরেছিল?

পোস্ট মডার্ন ধারণা শিল্প-সাহিত্য, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা সব জায়গাকেই প্রভাবিত করেছে। কবিদের তো বটেই। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের আগে পোস্ট মডার্ন ধারণাটা জনপ্রিয় হতে শুরু করে। প্রথমে স্থাপত্য আর শিল্পকলায় এই ধারণা নিয়ে আলাপ শুরু হয়। তারপরে সেটা অন্যান্য ধারায় ছড়িয়ে পড়ে। পোস্ট মডার্ন শব্দটা প্রথমে ইহাব হাসান বলে একজন ইংরেজির অধ্যাপক ব্যবহার করেন। পরে জ্যাঁ ফ্রান্সিস লিওটার্ড তার এই শব্দটাকে গ্রহণ করে তাকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন।

ইহাব হাসান আর লিওটার্ড, তাঁরা কে?

ইহাব হাসান একজন মিশরীয় আমেরিকান। ইংরেজি আর তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। তাঁর লেখা The Dismemberment of Orpheus-এ তিনি মডার্নিজম আর পোস্ট মডার্নিজমের তফাতটা বোঝার সুবিধার জন্য একটা টেবিল ব্যবহার করেছিলেন। সেই টেবিলটা এখানেও দেয়া যায়, তবে তার মধ্যে এত ধারণার সমাহার আছে যে, একটা একটা করে বোঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে,



https://nagorikpathagar.org

আর আলোচনাটা দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবে দুয়েকটা তো বলতেই হবে। যেমন ধরো, মডার্নিজমে আছে হাইয়ারার্কি বা ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ আর পোস্ট মডার্নিজমে আছে এনার্কি বা নৈরাজ্য। মডার্নিজম আর্ট ফিনিসড ওয়ার্ক বা পূর্ণাঙ্গ কাজ নিয়ে কারবার করে এবং পোস্ট মডার্নিজম প্রসেস বা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে। পোস্ট মডার্ন কাজ দেখলেই তোমার মনে হবে এটা আনফিনিসড বা অসমাপ্ত। আরো আছে; যেমন ধরো, মডার্নিজম সেন্ট্রাল বা কেন্দ্র নিয়ে কাজ করে আর পোস্ট মডার্নিজম মার্জিনাল বা প্রান্ত নিয়ে কাজ করে।

এই সেন্ট্রাল আর মার্জিনাল কী জিনিস?

এজন্যই তো আমি আর গভীরে ঢুকতে চাইনি। এটা আলাপ করতে হলে তোমাকে দেরিদা নিয়ে একটু জ্ঞান দিতে হবে।

দাও জ্ঞান, অসুবিধা আছে তোমার?

না, সেটা নেই। কিন্তু আমি এই পরিসরে পরিষ্কার করতে পারবো কিনা সেটা বুঝতে পারছি না। দেরিদা ছিলেন একজন ফরাসি দার্শনিক। একেবারে হাল আমলের। এই শতাব্দীর প্রথমেও তিনি বেঁচেছিলেন। দেরিদার একটা কনসেপ্ট হচ্ছে ডিকন্সট্রাকশন।

এটার মানে কী?

ডিকন্সট্রাকশন কী? এটা বরং বাংলায় বললে দুর্বোধ্য হবে। ইংরেজিতে এক লাইনে দেরিদার ডিকন্সট্রাকশনের চমৎকার



https://nagorikpathagar.org

সংজ্ঞা দেয়া যায়—'ডিসেন্টারিং উইথ অ্যান ম্যাসাকিং দ্য প্রব্লেম্যাটিক নেচার অব অল সেন্টারস'। মানে কেন্দ্রকে মুখ্য করে যে বয়ান তৈরি হয় সেই বয়ান থেকে কেন্দ্রকে সরিয়ে নতুন বয়ান তৈরি করা, সেই সাথে কেন্দ্র নির্ভর যে বয়ান তার সমস্যাকে উন্মোচিত করা।

প্রশ্ন হচ্ছে, ডিসেন্টারিং কী, সেন্টার কী আর সেন্টারের প্রব্লেমই-বা কী?

ধরো, সমস্ত পাশ্চাত্য চিন্তা কোনো একটা কেন্দ্রের আইডিয়া বা সেন্টারকে, একটি উৎসকে, একটি শাশ্বত ফর্মকে, একটি অনড় বিন্দুকে, একটি ইমমুভেবল মুভারকে, একটি নির্যাসকে, একজন ঈশ্বরকে, একটি অস্তিত্বকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই ভিত্তিটাকে দেরিদা বলেছেন সেন্টার। এই সেন্টারকে ব্যবহার করা হয় আর সবকিছুকে অর্থ দেয়ার জন্য। যেমন—২০০০ বছর ধরে পাশ্চাত্য চিন্তা খ্রিস্টানিজমকে সেন্টার করে আবর্তিত হয়েছে। খ্রিস্টানিজম ঠিক করেছে গ্যালিলিও ঠিক বলছে কিনা। একই জিনিস ঘটেছে অন্যান্য সভ্যতার ক্ষেত্রেও।

এই সেন্টারের সমস্যা হচ্ছে সে অন্য সব কিছুকেই এক্সক্লুড করে, মার্জিনালাইজ করে, রিপ্রেস করে। যেই সভ্যতা 'খ্রিস্ট' কেন্দ্র তৈরি করে সেই সভ্যতা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, ইহুদি সবাইকে, যে কেউ আলাদা বা অ্যানিবডি ডিফারেন্ট, তাকেই মার্জিনালাইজ বা প্রান্তিকায়ন করবে বা করে—এটাই সেন্টারের চরিত্র। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের মার্জিনালাইজ করে। এই অ্যানিবডি ডিফারেন্টকে



https://nagorikpathagar.org

দেরিদা বলছেন বাইনারি অপজিট। যেমন—পুরুষ কেন্দ্রের বাইনারি অপজিট নারী। এই বাইনারি অপজিটের একটি সেন্ট্রাল, আরেকটি মার্জিন্যাল। সেন্ট্রাল সব সময় মার্জিনালের বা বাইনারি অপজিটের অন্য মেম্বারের ফ্রি-প্লে বন্ধ করে দেয়।

ফ্রি-প্লে কী?

এই ফ্রি-প্লে টা বুঝতে আসো, কবিতার আশ্রয় নিই। বনলতা সেনের রূপ বর্ণনায় জীবনানন্দ কী কী বলেছেন? তিনি চুলের কথা বলেছেন, মুখের কথা বলেছেন, চোখের কথা বলেছেন। তার অর্থ রূপ ধারণার সেন্ট্রাল হচ্ছে এই তিনটা বিষয়। এই সেন্ট্রাল রূপের প্রতিভূ আর যা যা হতে পারতো সেগুলোর চিন্তার ক্ষেত্রই (অর্থাৎ ফ্রি-প্লে) বন্ধ করে দিল। কিন্তু অন্যভাবে চিন্তা করলে জীবনানন্দও ডিকন্সট্রাকশন করেছেন। কারণ মধ্যযুগের কবি জয়দেব লিখেছিলেন, 'দেহি পদপল্লব মুদারম'। তার মানে, প্রেমিকার পদযুগলে তিনি সৌন্দর্য খুঁজেছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ মধ্যযুগের 'দেহি পদপল্লব মুদারম'-এর মতো পদযুগলে সৌন্দর্য খোঁজেননি। সৌন্দর্যের নতুন অর্থ তৈরী করেছেন। ডিকন্সট্রাকশন মূলত মার্জিনালাইজডকে খুঁজে বের করে, সেন্টারকে অবদমন করে, মার্জিনালাইজডকে সেন্ট্রাল করে অন্য অর্থ খোঁজে।

সমাজতন্ত্র ডিকন্সট্রাকশন। এক সেন্টারকে ছুড়ে ফেলে আরেক সেন্টারের রাজত্ব। তাই সমাজতন্ত্রও রিপ্রেসিভ হয়ে উঠেছিল। কারণ সেন্টারের চরিত্রই তো তাই।



https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

ডিকন্সট্রাকশন ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে স্থাপত্যে, পেইন্টিংয়ে, ফ্যাশনে ও সাহিত্যে।

অপর পৃষ্ঠার ছবিটি দেখ। ছবিটি স্থাপত্যের ডিকন্সট্রাকশন। প্রচলিত স্থাপত্যের যে অংশটি প্রধান নয়, যেই অংশে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, সেটাকেই মূল কাঠামো করে তোলা হয়েছে।

কীভাবে?

পুঁজিবাদে কখনো কখনো অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয় অনিবার্যভাবে। এই সংকট অনেক সময় খুব গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তখন পুঁজিপতিশ্রেণি এই সংকট সামাল দিতে ব্যর্থ হলে সামনে এগিয়ে আসে মধ্যবিত্তশ্রেণি। এরাই পুঁজিপতিদের লাঠিয়াল হয়ে খেটেখাওয়া মানুষের প্রতিবাদ দমনের কাজে নামে।

আচ্ছা, অনেকদূর গেছো, এবার লিওটার্ড কে বলো।

ও আচ্ছা, লিওটার্ড নিয়ে আরেকটু পরে বলবো। আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক কবি, পোস্ট মডার্ন কবি নন; তবে একজন বিখ্যাত পোস্ট মডার্ন কবির কথা তোমায় বলতে পারি। তার কবিতা পড়লে পোস্ট মডার্নিজম সহজে বুঝতে পারা যায়।

কবিতা পড়ে পোস্ট মডার্নিজম বোঝা? বাহ্, দারুণ তো!

হুঁ! দর্শন পড়ে নাকি কোনো লাভ নেই? তাহলে এবার দেখো, কবিতা বুঝতে হলেও দর্শন লাগে। তাই না?



https://nagorikpathagar.org

হুঁ! তাই তো দেখছি। কে তিনি?

তুমি অনুমান করো তো, আমরা যখন একসাথে প্লেনে যাই তখন উঁচু আকাশে মেঘ দেখে প্রত্যেকবার কোন কবিতাটা আবৃত্তি করি?

বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো:
তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা অথবা ভগ্নীকে?
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী—কিছুই নেই আমার।
তোমার বন্ধুরা?
ওই শব্দের অর্থ আমি কখনো জানিনি।
তোমার দেশ?
জানি না কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।
সৌন্দর্য?
পারতাম বটে তাকে ভালোবাসতে—দেবী তিনি, অমরা।
কাঞ্চন?
ঘৃণা করি কাঞ্চন, যেমন তোমরা ঘৃণা করো ভগবানকে।
বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কী ভালোবাসো তুমি?
আমি ভালোবাসি মেঘ... চলিষ্ণু মেঘ... ঐ উঁচুতে... ঐ উঁচুতে..
আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল!

হুঁ! একদম ঠিক। তোমার তো দেখি মুখস্ত হয়ে গেছে। কার লেখা এটা বলতে পারবে?

হ্যাঁ, শার্ল বোঁদলেয়ার।

হ্যাঁ, আর এই অনুবাদটা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু।



https://nagorikpathagar.org

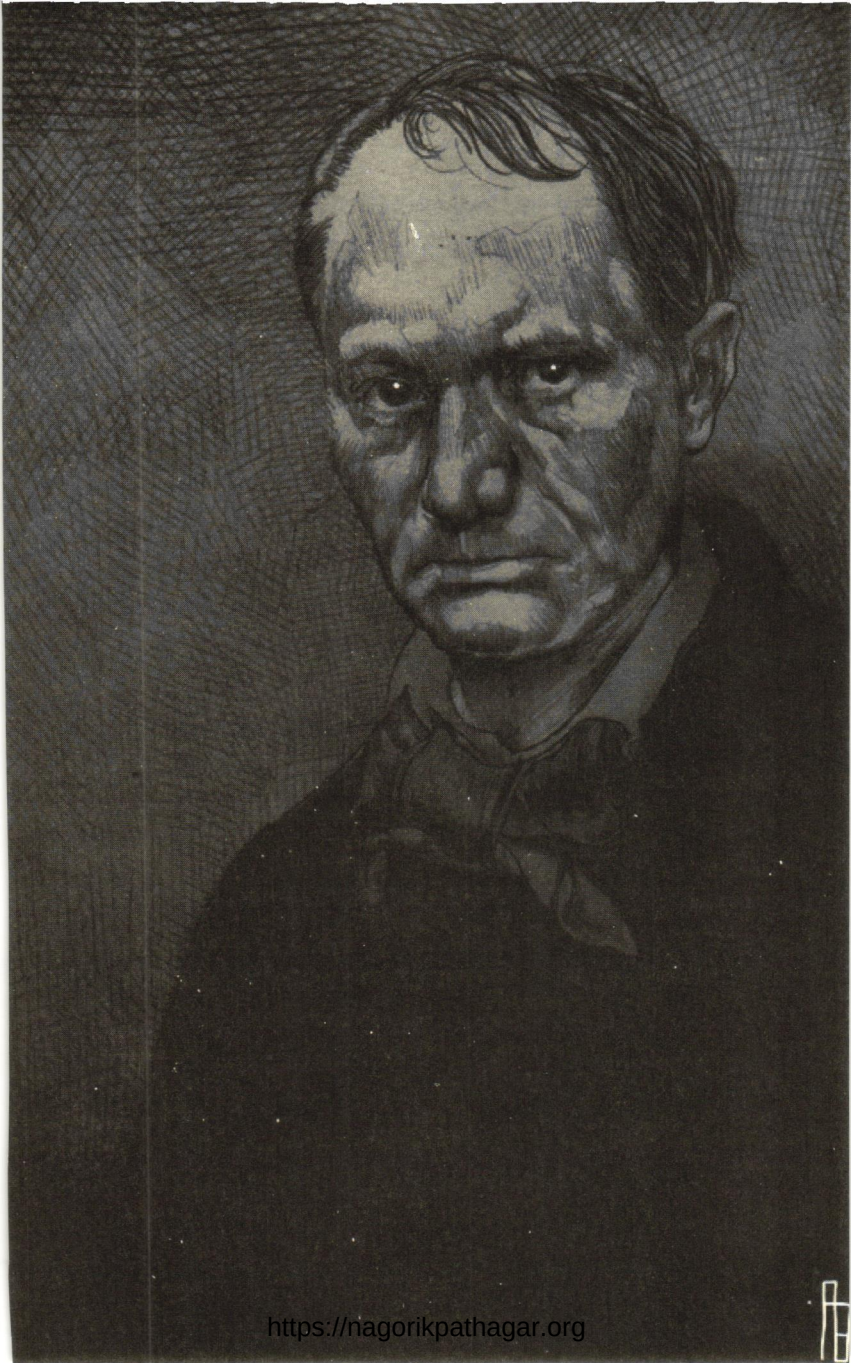

https://nagorikpathagar.org

খুব রোমান্টিক।

তবে বোঁদলেয়ার কিন্তু রোমান্টিক জমানার কবি নন। রোমান্টিক ধারার কবিতাও লেখেননি। তিনি আপাদমস্তক পোস্ট মডার্ন কবি।

আধুনিকতা সম্পর্কে বোঁদলেয়ার একটা চমৎকার উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আধুনিকতা একটি তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী ও আকস্মিক বিষয়।' বোঁদলেয়ার ছিলেন কার্ল মার্কসের সমসাময়িক। কবিতা কিন্তু খুব বেশি লিখে যাননি। দু'শর মতো কবিতা আর গদ্য লিখেছেন পঞ্চাশটার মতো। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতার বই 'Les Fleurs du mal'। এটা ফরাসি নাম। তিনি ফরাসি কবি ছিলেন। সেই ভাষাতেই লিখতেন। এটার ইংরেজি হচ্ছে 'The Flowers of Evil'। এটার বাংলা করা হয়েছে 'ক্লেদজ কুসুম'। তবে তাঁর আরেকটা কবিতার সাথে আমি তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই। কবিতার নাম: The Man Who Tortures Himself। মানে হচ্ছে, যে মানুষ নিজেই নিজেকে আঘাত করে। কবিতাটা পড়ো।

I shall strike you without anger
And without hate, like a butcher,
As Moses struck the rock!
And from your eyelids I shall make

The waters of suffering gush forth
To inundate my Sahara.



https://nagorikpathagar.org

My desire swollen with hope
Will float upon your salty tears

Like a vessel which puts to sea,
And in my heart that they'll make drunk
Your beloved sobs will resound
Like a drum beating the charge!

Am I not a discord?
In the heavenly symphony,
Thanks to voracious Irony
Who shakes me and who bites me?

She's in my voice, the termagant!
All my blood is her black poison!
I am the sinister mirror
In which the vixen looks.

I am the wound and the dagger!
I am the blow and the cheek!
I am the members and the wheel,
Victim and executioner!

I'm the vampire of my own heart



https://nagorikpathagar.org

— One of those utter derelicts
Condemned to eternal laughter,
But who can no longer smile!

এটার অনুবাদ নেই কিন্তু পড়লেই বুঝবে। তিনি বলছেন, আমি তোমাকে কোনো রাগ বা ক্রোধ ছাড়াই আঘাত করবো, যেভাবে একজন কসাই মাংস কাটে। নবী মুসা যেভাবে পাথরে আঘাত করে পাথর থেকে পানির ঝর্ণাধারা বের করেছিলেন, সেভাবে তোমার নয়নে আঘাত করে কান্নার ঝর্ণাধারা ঝরাবো। আমার আশার নৌকা তোমার নোনা জলের সাগরে পাল তুলবে। কিন্তু এই 'আমি' আর 'তুমি' কে? দেখো, শেষ পর্যন্ত এই আমি আর তুমি একই মানুষ। সে নিজেই জল্লাদ এবং সে নিজেই ফাঁসির আসামী। সে নিজেই চাকু, সে নিজেই ক্ষত। আমিই ঘুষি, আমিই আঘাত পাওয়া গাল। আমার হৃদয়ে আমিই পিশাচ।

এর মানে এটা সেই আধুনিকতা, যার ওপরে আমরা সবাই সমাজ আর সভ্যতার প্রগতির জন্য নির্ভর করেছিলাম। সেই আধুনিকতাই আমাদের ধ্বংস করে। যেই ফরাসি বিপ্লব আমাদের মুক্তির নিশানা দেখালো, সেই-ই নির্মম রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনলো। যেই রাশান বিপ্লব মানুষকে মুক্তির স্বপ্ন দেখালো, সেই রাশিয়ায়ই সবচেয়ে নির্মম কর্তৃত্ববাদী শাসন তৈরি করলো, মানুষকে সবচেয়ে বেশি নিপীড়ন করলো। এটাই পোস্ট মডার্নদের কথা। তারা বললো, এতদিন যে দাবি করে এসেছ, পৃথিবী ধীরে ধীরে প্রগতির দিকে অগ্রসর হবে সেটা তো ঠিক না। তারা তখন



https://nagorikpathagar.org

আধুনিকতার যে ভিত্তি, খোদ এনলাইটেনমেন্টকে প্রশ্ন করতে শুরু করলো।

এই বোঁদলেয়ারের কবিতার সাথে পোস্ট মডার্নিজমের আলোচনাটা তো বেশ ভালোই।

হুঁ! এটা করেছিলেন সলিমুল্লাহ খান। তাঁর একটা ইউটিউব ভিডিও আছে 'পোস্ট মডার্নিজম আফটার ওয়াল্টার বেঞ্জামিন' নামে। তিনি বলেন খুব ভালো। শুনে নিও সময় করে। তবে আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে আমি ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রকে দিয়ে পোস্ট মডার্নিজম বোঝাবো। আমার বন্ধুদের সাথে আলোচনায় আমি ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রকে দিয়েই পোস্ট মডার্নিজম আলোচনা করি। তবে তোমার প্রজন্মের কাছে সেটা ঠিক 'কুল' হবে না—এজন্যই আমি সলিমুল্লাহ খানের কাছে হাত পেতেছি।

ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র আবার কে?

তিনি একজন হিন্দু ধর্মের সংস্কারক ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথাগত ধর্মনেতা ছিলেন না।

তিনি কী ছিলেন তাহলে?

তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক ছিলেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গ্রাজুয়েট ছিলেন। জন্মেছিলেন এক দরিদ্র পরিবারে, আমাদের পাবনার হেমায়েতপুরে, ১৮৮৮ সালে। অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শেষ করে হেমায়েতপুরেই এসে ডাক্তারি শুরু করেন। ডাক্তার হিসেবে তিনি দারুণ সুনাম অর্জন করেন। তার চিকিৎসা ব্যবস্থা



https://nagorikpathagar.org

ছিল ভিন্ন ধরনের। তিনিই প্রথমে বলেন, শুধু রোগের চিকিৎসা করলেই চলবে না। রোগীর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক চিকিৎসা করতে হবে। তিনি মনের চিকিৎসার জন্য মেডিটেশন ব্যবহার করতেন। এর অনেক পরে আলমা আতায় ১৯৭৮ সালে স্বাস্থ্যের যে সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়, তাতে ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের চিন্তাই গ্রহণ করা হয়। সেখানে বলা হয়েছিল, 'কেবল নীরোগ থাকাটাই স্বাস্থ্য নয় বরং শারীরিক, মানসিক, আত্মিক ও সামাজিকভাবে ভালো থাকার নামই স্বাস্থ্য।'

সেই আলমা আতা ঘোষণায় কি ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের রেফারেন্স দেয়া আছে?

থাকবে কিভাবে? আমরা সেটা দাবি করলেই তো থাকবে।

হতাশাজনক।

হুঁ! তাই। আবার দেখো, এই হেমায়েতপুরেই আমাদের প্রথম মানসিক হাসপাতাল তৈরি হয়। এই হাসপাতাল আর ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের মানসিক চিকিৎসার যোগসূত্র থাকাটা অসম্ভব নয়।

হেমায়েতপুরে কি ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের ডাক্তারখানা আছে?

তিনি বেঁচে থাকতেই সেখানে 'সৎসঙ্গ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। সেটা এখনো আছে। একবার সময় করে তোমাকে নিয়ে যাবো সেখানে।

আচ্ছা, খুব ভালো হয় তাহলে। তো ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের



https://nagorikpathagar.org

কোন লেখাটা দিয়ে তুমি আমাকে পোস্ট মডার্নিজম বোঝাতে চেয়েছিলে?

আমি পড়ে শোনাচ্ছি:

'আমি কে? আমি ভক্ত, আমি ভগবান। আমি পূজো দেই, আমিই পূজা গ্রহণ করি। আমি অসুর, আমি দেবতা। আমি গুণময়ী প্রকৃতি; আমিই নির্গুণ পুরুষ। আমিই শত্রু, আমি মিত্র। আমি প্রশান্ত সাগর, আমি অভ্রভেদী হিমগিরি। দ্যাখ্, আমিই স্বর্গ, আমিই নরক। আমিই আমার যম, আমিই আমার দেবতা। আমি অহি, আমি নকুল! আমিই সাপ হ'য়ে কামড়াই, আমিই ওঝা হ'য়ে ঝাড়ি। আমিই কুরুক্ষেত্র, আমিই ভগবান, আমিই নরনারায়ণ, অর্জ্জুন! দ্যাখ্, আমি কে?'

এটার সাথে বোঁদলেয়ারের কবিতার মর্মার্থের হুবহু মিল আছে না?

হুঁ! খুব মিল আছে।

সেজন্যই আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাকে এই লেখা দিয়েই বোঝাবো 'পোস্ট মডার্নিজম' কী?

তার মানে প্রশ্ন করাটাই পোস্ট মডার্নিজম?

ভালো প্রশ্ন করেছ। এটাকে যদি সংজ্ঞায়িত করা যায় তাহলে বলতে হবে, সমস্ত মেটা-ন্যারেটিভের প্রতি সন্দেহবাদ।

ওরে বাবা, এই মেটা-ন্যারেটিভের মানে কী?

এই শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেন লিওটার্ড। আমরা আগে আলাপ করে এসেছি তাঁকে নিয়ে মনে আছে তো? জ্যাঁ ফ্রান্সিস লিওটার্ড। তুমি তাঁকে ক্রিটিক্যাল থিওরিস্ট বলতে



https://nagorikpathagar.org

পারো। তিনিও এই সময়ের একজন ফরাসি দার্শনিক। ১৯৯৮ সালে মারা যান। দেরিদার সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরাই পোস্ট মডার্ন চিন্তাকে জনপ্রিয় করেছেন। 'মেটা' শব্দটা গ্রিক। এর অর্থ হচ্ছে Beyond বা অতিক্রম করে। আর ন্যারেটিভ মানে তো জানো আখ্যান বা বয়ান। আমরা পৃথিবীতে যে বড় বড় স্বপ্নের কথা বলে আমাদের কাজকে বৈধতা দিই, যেমন ধরো—আমরা বলেছি, এনলাইটেনমেন্টের হাত ধরে আসবে প্রগতি। তাহলে প্রগতি হচ্ছে মেটা-ন্যারেটিভ। যেমন—বামপন্থিরা বলে, সমাজতন্ত্রেই মুক্তি। এখানে এই সমাজতন্ত্রটাও মেটা-ন্যারেটিভ। আমরা মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে আমাদের তৈরি মেটা-ন্যারেটিভের বৈধতা খুঁজি। এমনকি তুমি আমাদের দেশেও দেখবে—বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে সোনার বাংলা গড়া হবে। এখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে মেটা-ন্যারেটিভ আর সোনার বাংলা এখনো গড়া হয়নি। কিন্তু সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মেটা-ন্যারেটিভকে বৈধতা দেয়া হচ্ছে। একইভাবে যদি কেউ বলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই মুক্তি আসবে। এখানে 'ইসলামী রাষ্ট্র' এই ধারণাটাও মেটা-ন্যারেটিভ। পোস্ট মডার্নিস্টরা সমস্ত মেটা-ন্যারেটিভের ধারণাকে সন্দেহ করে।

তাহলে বিষয়টা এমন নয় যে, মডার্ন সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন পোস্ট মডার্নের যুগ?

না মোটেই না। মডার্নিজমের সময়েই পোস্ট মডার্নিজম



https://nagorikpathagar.org

পাশাপাশি বিরাজ করে। পোস্ট মডার্নিজম কোনো মেটা-ন্যারেটিভ তৈরি করে না; যেটা করে সেটা হচ্ছে সমস্ত মেটা-ন্যারেটিভকে প্রশ্ন করে। এবার বুঝলে?

তোমাকে আমি এখন বাংলাদেশের একজন সাম্প্রতিক পোস্ট মডার্ন কবির সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। তার নাম কামরুজ্জামান কামু। আমার একজন প্রিয় কবি। আমরা যাদের কথা বললাম সবাই পরলোকগত। কিন্তু কামরুজ্জামান কামু এখন আমাদের এই ঢাকা শহরেই থাকেন। আমরা চাইলে তার সাথে ফোনে কথা বলতে পারবো। আমি তার একটা সাম্প্রতিক কবিতা তোমাকে শোনাচ্ছি। তুমি নিজেই বুঝে নিতে পারবে এটা কেন পোস্ট মডার্ন কবিতা।

"আমাকে এবার পিছমোড়া করো চোখ বেঁধে ফেল প্রভু
আমি কোনোখানে কোনো মানুষের হৃদয় দেখিনি কভু।
আমি শুনি নাই কম্পিত রাতে কোনো প্রহরীর হাঁক
আজি বসন্তে কালো কোকিলের তীক্ষ্ণ মধুর ডাক।
অন্ধকারের বুক থেকে এনে চয়িত শব্দমালা
বসিয়েছি শুধু কবিতার দেহে উদ্গীরণের জ্বালা।
আমাকে এবার গুলি করো প্রভু পাহাড়ে ও সমতলে
আমার শরীর লুটায়ে পড়ুক কালো যমুনার জলে।
আমিই সালাম আমি বরকত আমি রফিকের ভাই
লেখামাত্রই আমার কবিতা লাল হয়ে গেল তাই।
এই মাঠঘাট এই বন্দর এই মানুষের সারি



https://nagorikpathagar.org

হে অবদমিত পৃথিবীর বুকে উন্মুল নরনারী।
এই বুকফাটা কান্নার রোল আকাশপাতাল ধ্বনি
নিজ হাতে আমি খুবলে তুলছি নিজের চোখের মণি।
শত গোয়েন্দা দৃষ্টির ফাঁদ সহস্র বন্দুক
নস্যাৎ করে সম্মুখে এসে পেতে দিয়েছি এ বুক।
আমিই সালাম আমি বরকত আমি রফিকের ভাই
লেখামাত্রই আমার কবিতা লাল হয়ে গেল তাই।
পৃথিবীর বুকে আমি সেই কবি আমি সেই চণ্ডাল
আমি সেই লোক কালো ও বধির আমার রক্ত লাল।
আমি সন্ত্রাসী আমি ধর্ষক, আমি ধর্ষিত নারী
আমি তোরই ছেলে বুকে তুলে নে মা ফিরেছি বাড়ি।
হৃৎপিণ্ডের ঢিপঢিপ ধ্বনি চঞ্চল রক্তের
ফিনকির মতো ছিটকে বেরিয়ে দেহে ফিরে আসি ফের।
করি লেফটরাইট গুম করি আর গুম হয়ে যাই নিজে
শুষ্ক রজনী কাষ্ঠ দিবস ঘেমে উঠে যায় ভিজে।
নিজের রক্ত নিজে পান করি নিজ দংশনে নীল
নেশায় মত্ত মদের পাত্র হয়েছে আমার দিল।
আমাকে তোমার মনোরঞ্জনে রঞ্জিত রাত্রির
কিনারায় নিয়ে ধর্ষণ করো ধ্বস্ত করো হে নীড়।
তনুর মায়ের শূন্য বুকের মহাশূন্যতা হয়ে
বোবা পৃথিবীর বায়ুসম আমি চিরকাল যাব বয়ে।
কালোত্তীর্ণ কালের কান্না হে মহাকালের মাটি
আমি রবীন্দ্র আমি নজরুল ধরণীর বুকে হাঁটি।
কেঁপে কেঁপে উঠি শিহরিত হই পায়ের তলার ঘাসে



https://nagorikpathagar.org

মরা কোষগুলি জৈবপ্রেষণে চিৎকার করে হাসে।
সংক্ষুব্ধের সংহার সম শঙ্কিত এই রাতে
জন্ম দিয়েছি কোরবানি তোকে করব রে নিজ হাতে।
আজানের ধ্বনি ভেসে এলো ওই পাখিদের কলরবে
একটিমাত্র গুলির আঘাতে আমার মৃত্যু হবে।
একটিমাত্র চিৎকার আজ করব ভূমণ্ডলে
আমি বরকত সালাম রফিক মরব মায়ের কোলে।
আমাকে এবার পিছমোড়া করো চোখ বেঁধে ফেল প্রভু
আমি কোনোখানে কোনো মানুষের হৃদয় দেখিনি কভু।
শুধু যুদ্ধের গোলা-বারুদের শুধু হিংসার বাণী
প্রলয়ঙ্করী পৃথিবীতে কাঁপে বেদনা-লতিকাখানি।
শেষ নিঃশ্বাস এত ভারি কেন অসহ জগদ্দল
চারিদিকে মম ঘোরাফেরা করে নায়কের মতো খল।
চারদিক কেন চেপে আসে আরও চারিদিকে বন্দুক
গুলির শব্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে বাংলাদেশের বুক!"

কবিতাটা দারুণ।

হুঁ, সেটা তো বটেই। কিন্তু তুমি কি কবিতাটা ব্যাখ্যা করতে পারবে?

তুমি বলে দিলে ভালো হয়।

"আমি সন্ত্রাসী আমি ধর্ষক
আমি ধর্ষিত নারী
.....



https://nagorikpathagar.org

করি লেফটরাইট গুম করি আর
গুম হয়ে যাই নিজে"

নিজেই কীভাবে ধর্ষক আর ধর্ষিত নারী হন? নিজেই লেফট-রাইট করে গুম করে আবার নিজেই কীভাবে গুম হয়ে যায়?

কামরুজ্জামান কামু পোস্ট-মডার্ন পজিশনে দাঁড়িয়ে আজকের বাংলাদেশের সংকটকে দেখছেন। তিনি দেখছেন যাদের হাত ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এলো, যাদের হাত ধরে আমরা একটা নতুন রাষ্ট্র গঠনের চর্চা শুরু করলাম, যাদের কাছেই আমরা অধিকারের কথা বলতে শিখেছিলাম, তারাই আমার নাগরিক অধিকারকে হত্যা করেছে, তারাই আমার গড়ে তোলা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছে। এই 'আমি' সেই গড়ে তোলা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠি যাকে সেই একসময়ের নেতা আর আজকের শাসকই পিছমোড়া করে বেঁধে খুন করতে যাচ্ছে। এটা তো নিজের চোখের মণি নিজেই খুবলে নেয়ার মতোই বিষয়।

হুঁ! বুঝলাম। কিন্তু ওই প্লে-স্টেশনের সাথে পোস্ট মডার্নিজমের সম্পর্কটা তো বুঝলাম না।

হা হা হা, মনে আছে তাহলে ওই কথাটা?

মনে থাকবে না কেন? খুব মনে আছে।

ঠিক আছে, তাহলে শেষবার বসে এটা ফয়সালা করা যাবে।



https://nagorikpathagar.org

## সিমুলাক্রা

প্লে-স্টেশনের সাথে পোস্ট মডার্নিজমের সম্পর্কটা বুঝতে হলে একটা নতুন শব্দ শিখতে হবে। সেটা হচ্ছে 'সিমুলাক্রা'।

ওরে বাবা, এটার মানে কী?

সিমুলাক্রা মানে যখন রিয়েলিটি বা বাস্তবতা আর রি-প্রেজেন্টেশন বা উপস্থাপনার মধ্যে যে ফারাক আছে সেটা মুছে যায়।

বুঝলাম না।

তুমি বিয়ের কনে সাজানো দেখেছ?

হুঁ! দেখেছি।

বিয়ের সাজানো কনে দেখতে কি আসল কনের মতো?

না, কখনো না। আমি তো পরে তাদের দেখে চিনতেই পারি না।

ঠিক তাই। চিনতে পারো না এজন্যই যে, তুমি ওই



https://nagorikpathagar.org

সাজানো অবস্থাকেই প্রকৃত অবস্থা ভেবেছিলে। তাই না?

একদম ঠিক।

তাহলে সাজানো কনেকে দেখে আসল কনে মনে করাটাই সিমুলাক্রা। মানে, যেখানে তৈরি করা রিয়েলিটিকেই বাস্তব মনে করেছিলে। এটাকে বলা হয় হাইপার রিয়েলিটি। তুমি টিভি বিজ্ঞাপনগুলো দেখবে, সেগুলো সিমুলাক্রা বা হাইপার রিয়েলিটি। ঠিক এভাবেই প্লে-স্টেশন একটা সিমুলাক্রা। এখানে হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের সাথে ভার্চুয়াল ইন্টেলিজেন্স মিলে এমন একটা হাইপার রিয়েলিটি তৈরি করে যে, মানুষ ওই হাইপার রিয়েলিটিকেই বেশি বাস্তব মনে করে। হাইপার রিয়েলিটি বাস্তব থেকে চেতনাকে দূরে সরিয়ে দেয়। সত্যিকারের মানবিক ইমোশনাল সম্পর্ক তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। তুমি আর্নল্ড সোয়ার্জনিগারের 'লাস্ট অ্যাকশন হিরো' সিনেমাটা দেখেছিলে?

হুঁ! দেখেছি। সিনেমার মধ্যে সিনেমা। ছাতামাথা।

উহুঁ! ওটাই সিমুলাক্রা। হাইপার রিয়েলিটি। রিয়েলিটি আর রি-প্রেজেন্টেশন কোনটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। ওইটা ছাতামাথা হলে প্লে-স্টেশনও ছাতামাথা।

এটা কি পোস্ট মডার্ন চিন্তা?

না, এটা মডার্ন চিন্তা থেকে এসেছে। এটার ক্রিটিক দাঁড় করাবে পোস্ট মডার্নিজম।

তাহলে এটা খেলতে বলছো কেন আমাকে?



https://nagorikpathagar.org

হা হা হা হা। তুমি কি এখন আর প্লে-স্টেশন খেলতে পারবে? এটা হাইপার রিয়েলিটি। এটা বুঝতে পারার পরে কি তোমার আসক্তি আগের মতো থাকবে? আধুনিকতায় ব্যক্তিবাদ না এলে আমরা বুঝতে পারতাম না ব্যক্তিবাদের ত্রুটিগুলো। তাই যা আসে, সেটাকে সহজে গ্রহণ এবং সেই অবস্থাকে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য প্রশ্ন করে যাওয়াটাই তো পোস্ট মডার্নিজমের শিক্ষা। এটা আরো ভালোভাবে বুঝতে হলে তোমার হেগেল জানতে হবে। তাহলে তুমি কোনো ব্যবস্থার পাল্টা থিসিস কীভাবে সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেটা আরো পরিচ্ছন্নভাবে বুঝতে পারবে।

উহুঁ! আমি আর শুনবো ভেবেছ তোমার কথা। এভাবে কথা শুনতে গিয়ে তুমি চালাকি করে আমার খেলার বারোটা বাজিয়ে দিলে। এরপরে হেগেল শুনতে গিয়ে আবার কোন প্রিয় জিনিসটা বাদ দিতে হবে কে জানে?

হা হা হা হা।

https://nagorikpathagar.org

দর্শন বা চিন্তার ইতিহাস বিষয়ক
সহজপাঠ্য আনন্দদায়ক বই
*এনলাইটেনমেন্ট থেকে পোস্ট মডার্নিজম :*
*চিন্তার অভিযাত্রা*। সহজ ভাষায় এখানে
আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, বুর্জোয়া গণতন্ত্র,
ফ্যাসিবাদ, পুঁজিবাদ আর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের
নানান দার্শনিক প্রপঞ্চ সম্পর্কে ধারণা দেয়া
হয়েছে। পিতা-পুত্রের বৈঠকি আলাপের
ঢঙে লেখা বইটির পাঠ দর্শনের
আলোচনায় পাঠককে কৌতূহলী করবে।

Baatighar

Cover Silentext
Price BDT 250.00 USD 13.00
facebook.com/BaatigharPub

Enlightenment theke
Postmodernism :
Cintar Abhijatra
by Pinaki Bhattacharya

9 789848 034217

https://nagorikpathagar.org